এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরই পাঁচ হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত
তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার দেবরাজের ছায়াসঙ্গী ৩

কলকাতা ২১ মে ২০২৬ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.05.2026, Vol.19, Issue No. 338, 8 Pages, Price 3.00

‘একবছরে প্রতিশ্রুতি পূরণ করব’

উত্তরকন্যা থেকে আশ্বাস শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন, ২০০৯ সাল থেকে বিজেপির পাশে রয়েছে উত্তরবঙ্গ। তার পরেই জানান, এ বার ঋণ শোধের পালা। বিজেপির দেওয়া সব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এক বছরের মধ্যে পূরণ করবে বিজেপির সরকার। একই সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিলেন, তাঁর সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে উত্তরবঙ্গ।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই শিলিগুড়িতে ঢোকেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যার বৈঠকে হাজির ছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ শীর্ষ আমলারা। ছিলেন বিজেপির উত্তরবঙ্গের সাংসদ-বিধায়করাও।

বুধবার উত্তরবঙ্গে ঝটিকা সফরে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। প্রশাসনিক সভা থেকে শুরু করে একাধিক কর্মসূচি সেরে বিকেলেই কলকাতায় ফেরেন তিনি। উত্তরবঙ্গ বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। লোকসভা হোক বা বিধানসভা, গত এক দশক ধরে এই উত্তরবঙ্গে ভাল ফল করছে বিজেপি। সেই কথা স্মরণ করে শুভেন্দু বলেন, ‘২০০৯ সাল থেকে বিজেপি-কে পাহাড়-সহ উত্তরবঙ্গ জায়গা দিয়েছে। এ বার উন্নয়নের মাধ্যমে সেই ঋণ শোধ করব।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটপ্রচারে এসে উত্তরবঙ্গের জন্য যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূরণ করা হবে বলেও জানান শুভেন্দু।

তৃণমূল সরকারের আমলে জিটিএ দুর্নীতি হয়েছে বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছিল। সেসব ধামাচাপা পড়ে যায় বলে বিজেপির তরফে অভিযোগ। এবার বিজেপি সরকার কাজ শুরুর পরেই জিটিএ দুর্নীতির তদন্ত শুরু হবে। ফাইল খোলা হবে। উত্তরবঙ্গে নেমেই পাহাড়ে ‘সাফাই অভিযানে’র হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু।

বুধবার উত্তরকন্যায় একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন শুভেন্দুর। তার আগে শিলিগুড়িতে এক দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সেখানে শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা সংকল্পপত্রে যা যা বলেছি, সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পূরণ করব। তার কিছু ফল আপনারা পেয়েছেন। আগামী জুন থেকেও কিছু ফল পাবেন। ক্রমান্বয়ে, আগামী তিন মাস, ছ’মাস, এক বছরের মধ্যে আমরা মানুষের কাছে দেওয়া কথা পূরণ করব।’

শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন বিজেপির সরকার যে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত নির্বাচনগুলিতে উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপির সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গ হল বিজেপির ভদ্রাসন। তাই এই সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার পাবে।’ এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী জুলাই মাসে তিনি ফের উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন। বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোনও পরামর্শ থাকলে আমাদের পার্টির কর্মীরা তা জেলা সভাপতিদের কাছে হোয়াট্সঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করবেন। নীচে নম্বরটি লিখে দেবেন। তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি এটা চালু করে দিয়ে গেলাম।’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, তাঁর সরকারের আমলে কোনও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড হবে না। রাজ্যে প্রকৃত অর্থেই সার্বিক পরিবর্তন আসবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা চাই শুধু ঝান্ডা, দল, পথ, ব্যক্তির পরিবর্তন নয়। আমরা চাই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোক। ইতিমধ্যে দু’সপ্তাহে অনেক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যে ব্যবস্থার পরিবর্তনে কাটমানি, সিন্ডিকেট-রাজ, মাফিয়াগিরি থাকবে না। এটাই হোক আমাদের আগামী দিনের স্বপ্ন।’

শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বক্তৃতার সময়ে রাজ্যের পূর্বতন সরকারকেও নিশানা করেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর খোঁচা, ‘আগের জমানায় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব দেওয়া হত না। উন্নয়ন চাইলে প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের যোগ জরুরি।’

ঘর্মাক্ত গরমে জেরবার দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভয়াবহ গরমে জেরবার কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। বাড়ির বাইরে বেরোলে সহ্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ছে এই গরম। ঘরে থাকলেও যে স্বস্তি তাও নয়, সব মিলিয়ে একেবারে অসহ্য অবস্থা। আর এই গরম নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল, বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ছিল। বিকেলের দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হলেও অস্বস্তি রয়েই গিয়েছে। এ দিন দুপুর সাড়ে তিনটের পরে কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতও শুরু হয়। তবে তাতে স্বস্তির থেকে অস্বস্তিটাই বেশি বেড়েছে। কিন্তু, এ দিন দুপুর ২টো নাগাদ শহরের তাপমাত্রার ‘রিয়েল ফিল’ ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ, থার্মোমিটারের রেকর্ডের তুলনায় প্রায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে শরীরে।

জৈষ্ঠ্যের শুরুতেই চড়া রোদ আর আর্দ্রতাজনিত চরম অস্বস্তিতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সকাল থেকেই রোদের তেজ। বেলা বাড়লে গলদঘর্ম অবস্থা। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির অবস্থাও একইরকম। পশ্চিমের রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। এরই মাঝে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। কলকাতায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতার কারণে ভ্যাপসা গরম বজায় থাকতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তাপপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-সহ লালমাটির জেলাগুলিতে।

এদিকে গত সাতদিন ধরে রীতিমতো হাঁসফাঁস গরম কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তবে ফিল লাইক টেম্পারেচার ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি অনুভূত হবে বলে হাওয়া অফিসের খবর। বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী বেশ কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে এইরকম পরিস্থিতি থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের

অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ মেনে রাজ্য থেকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে। নবান্নে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী এবার থেকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী থানাগুলিকে এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৫ সালের ১৪ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার সেই আইন কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই সেই নির্দেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ-র আওতায় থাকা সাতটি সম্প্রদায়ের মানুষ এই ব্যবস্থার বাইরে থাকবেন। যাঁরা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে ভারতে এসেছেন এবং সিএএ-র জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের হয়রানিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না বলেও জানান তিনি।

তবে সিএএ-র আওতার বাইরে থাকা ব্যক্তিদের ‘সম্পূর্ণ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার ও আটক করবে, পরে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করবে।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, জাল নোট, নারী পাচার, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নানা অপরাধ বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম উঠে এসেছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপি সরকার প্রশাসনিক স্তরে আরও কঠোর অবস্থান নিতে চাইছে। বিশেষ করে সিএএ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা, এই দুই ইস্যুকে ঘিরে আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক তীব্র হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

বিএসএফকে বকেয়া জমি হস্তান্তর শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে বিএসএফের হাতে বকেয়া জমি হস্তান্তর শুরু করেছে। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের ‘অসহযোগিতা’র কারণেই সীমান্ত সুরক্ষা দীর্ঘদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার দু’সপ্তাহের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণ দেশের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, জাল নোট, আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, ‘লাভ জিহাদ’ ও নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা অপরাধের সঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের যোগ পাওয়া গিয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে প্রায় ২২০০ কিলোমিটার সীমান্ত। বর্তমানে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও এখনও প্রায় ৬০০ কিলোমিটার এলাকায় ফেন্সিং বাকি রয়েছে। এর মধ্যে ৫৫৫ কিলোমিটার এলাকায় রাজ্য সরকার চাইলে জমি দিতে পারত, কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার রাজনৈতিক কারণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য তা করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপাতত ২৭ কিলোমিটার এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৮ কিলোমিটার ফেন্সিং এলাকা এবং আরও ৯ কিলোমিটার বর্ডার আউটপোস্ট ও বিএসএফ পরিকাঠামো তৈরির জমি। তিনি বলেন, জমি ক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ ভারত সরকার এবং বিএসএফ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও জমি দ্রুত হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চালানো হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। সাতাশ কিলোমিটার অংশের জন্য রাজ্য সরকার ৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। বাকি ৩২ একর সরকারি খাস জমি বলে ভূমি সংস্কার দপ্তরের সচিব বন্দনা যাদব জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দীর্ঘদিন কোনও সমন্বয় বৈঠক হয়নি। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই জেলা প্রশাসন, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ, কাস্টমস-সহ বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়ে নিয়মিত কো-অর্ডিনেশন মিটিং শুরু হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন পুলিশ জেলায় ইতিমধ্যেই সেই বৈঠক হয়েছে বলে জানান তিনি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। তিনি জানান, সিএএ-র আওতায় থাকা সাতটি সম্প্রদায়ের মানুষকে হয়রানি করা হবে না। কিন্তু সিএএ-র বাইরে থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিএসএফের হাতে তুলে দেবে। পরে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট-এই নীতি আজ থেকে কার্যকর হল।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিএসএফের মহাপরিচালক প্রবীণ কুমারও রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় কাজ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। নতুন সরকারের আমলে সেই সহযোগিতা মিলছে। তাঁর মতে, জমি হস্তান্তরের ফলে সীমান্তে ফেন্সিং, নতুন বর্ডার আউটপোস্ট নির্মাণ এবং সুন্দরবনের মতো দুর্গম এলাকায় নজরদারি আরও শক্তিশালী হবে।

বিএসএফ ডিজি জানান, গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয় বৈঠক হয়েছে। চোরাচালান এবং সীমান্ত অপরাধে জড়িতদের তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, সীমান্ত পরিকাঠামো উন্নত হলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাই আরও শক্তিশালী হবে।

সন্দেশখালি-কাণ্ডে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পরেই অ্যাকশন মুডে পুলিশ-প্রশাসন। কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। এবার সন্দেশখালিতে বড় অভিযান চালাল পুলিশ। রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই ঘটনায় প্রায় সাড়ে তিন বছর পর গ্রেপ্তার হলেন শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী। বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী তথা সন্দেশখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী পদে রয়েছেন সবিতা রায়। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী তথা সন্দেশখালি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মিঠু সর্দার। তাঁরা দু’জনেই ওই ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন বলে খবর।

ন্যাজাট থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের খুঁজছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর এলাকায় পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালায়। তাঁদের দু’জনকেই সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই তাঁদের সন্দেশখালি নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেই বার্তা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। কেবল ইডি-র উপর হামলাই নয়, ভোট পরবর্তী হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে বলে তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে।

নোটিস বিতর্কে অন্ধকারে মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাংসদের বাড়িতে পুরসভার নোটিস, অথচ মেয়রই জানেন না! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শান্তিনিকেতন’ আবাসে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে নোটিস ঘিরে বুধবার বিধানসভায় তোলপাড় হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম স্বীকার করলেন, ‘এটা আমার এক্তিয়ারে পড়ে না। যিনি নোটিস পেয়েছেন, তিনিই বলবেন।’ পুরপ্রধানের এই বিস্ময়ই নতুন প্রশ্ন তুলে দিল। কলকাতার নগরপাল নিজেই যদি আঁধারে থাকেন, তবে পুরসভা চলছে কার নির্দেশে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ক্ষুব্ধ। মেয়র পারিষদদের বৈঠকে তিনি জানতে চেয়েছেন, দলের শীর্ষ নেতার বাড়িতে কীভাবে গেল নোটিস। ফিরহাদের সাফ জবাব, তাঁকে জানিয়ে কিছু হয়নি। পাশে দাঁড়িয়ে কুণাল ঘোষের তোপ, ‘দলকে কালিমালিপ্ত করতেই ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে।’ তাঁর দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নেতাদের নামে অপপ্রচার চলছে।

ক্ষমতা হারিয়ে বিরোধী আসনে বসা তৃণমূলের ঘরেই এখন সমন্বয়ের সংকট স্পষ্ট। নীতি ঠিক করেন নির্বাচিত প্রতিনিধি, কাজ করে আধিকারিক, ফিরহাদের এই ব্যাখ্যা প্রশাসনিক ফাঁকটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে শোরগোল, আর দলের দুই মুখের দুই সুর। নোটিস আসল না নকল, তার চেয়েও বড় হয়ে উঠল প্রশ্নটা, পুরসভায় আসল নিয়ন্ত্রণ কার হাতে?

‘বন্ধু’ মেলোনিকে মেলোডি উপহার মোদীর

রোম, ২০ মে: পাঁচ দেশের সফরের শেষ গন্তব্য ইতালিতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। ইতিমধ্যেই দুই ‘বন্ধু’র একাধিক ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার দু’জনের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মোদী ‘পারলে’র তৈরি ‘মেলোডি’ চকোলেট উপহার দিচ্ছেন মেলোনিকে।

২০২৪ সালের জুনে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের পর এটাই মোদীর ইতালিতে প্রথম সফর। রোমে অবতরণ করার পর পরই এক্স পোস্টে মোদী লেখেন, ‘এই সফরের মূল লক্ষ্য হবে ভারত-ইতালি সহযোগিতা কী ভাবে বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ করে ভারত-পশ্চিম এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের উপর আলোকপাত করা হবে।’

মোদীর এবং মেলোনির সুসম্পর্ক ওয়াকিবহল মহলে চর্চার বিষয়। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার সেলফিতে ধরা দিয়েছেন মোদী। তাঁদের এই ফ্রেম সমাজমাধ্যমে ‘মেলোডি’ নামে পরিচিত। এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইতালি সফরে দু’জনের নিজস্বী দেখা গেল বিশ্বখ্যাত কলোসিয়ামের সামনে। পাশাপাশি, সমাজমাধ্যমে মেলোনি ‘মেলোডি’ পোস্ট করে লিখেছেন- ‘রোমে স্বাগত, আমার বন্ধু!’

মোদীর চকোলেট উপহারের ভিডিওটি ঝড়ের মতো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই তা দেখে ফেলেছেন। বহুবার সেটি শেয়ারও হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের জন্য

উপহার এনেছেন। খুবই ভালো চকোলেট। মেলোডি।’ এরপরই দুই রাষ্ট্রনেতা হাসতে থাকেন। ভিডিওটি দেখে মুচকি হাসি দিয়ে নেটিজেনরা বলছেন, ‘খুব চকোলেটি।’

এদিকে মোদী-মেলোনির ‘মেলোডি’ ম্যাজিক পৌঁছেছে দালাল স্ট্রিটে। মঙ্গলবার দুই ‘বন্ধু’র ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই এক ধাক্কায় ৫ শতাংশ বাড়ল পারলে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার মূল্য। শুধু তা-ই নয়, চকোলেটটি কিনতে একরকম হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। অনলাইনে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে স্টক।

মঙ্গলবার ইতালিতে পা রেখেছেন মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান সে দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বৈদেশিক সম্পর্কমন্ত্রী অ্যান্টনিও তাজানি। জানা গিয়েছে, এই সফরে মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদী। শুধু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নয়, তার পরে মোদী ও মেলোনি দু’দেশের শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করবেন। সূত্রের খবর, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদার করার বিষেয়ে আলোচনা হতে পারে। আবার একাংশের মতে, সামুদ্রিক পরিবহণ, কৃষি, উচ্চশিক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, আর্থিক অপরাধ দমনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। এ ছাড়াও, পশ্চিম এশিয়া, ইউক্রেন এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা-সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে মোদী-মেলোনির মধ্যে। বৈঠক করবেন ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্গিও মাট্টারেলার সঙ্গেও। আলোচনা করবেন দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করা নিয়ে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গীতা সাউ, স্বামী- চন্দ্রদেব সাউ, বারাসাত D.S.R-2 অফিসে বিগত ইংরাজী ২০০০ সালে 499 নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় মানিক ভট্টাচার্য, মৌজা- ফতেয়াবাদ J.L-14, দাগ নং L.R.-22, L.R. খতিয়ান- 85/1 এক কাঠা জমি 27/02/2026 তারিখে D.S.R-2 অফিসে 3113 নং দানপত্র দলিল মূলে ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে Barasat-1, B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

এ্যাডভোকেট
T. K. GHOSH (ADV)
Barasat Court

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি বিনোদ কুমার দুসেজা, পিতা দীন নাথ দুসেজা, নিবাস ১০৩, অমলতাস অ্যাপার্টমেন্ট, শেখ কলোনি, রাজনগর, কোটাল রোড, নাগপুর, পো-কোটাল রোড, থানা সদর, পিনকোড -৪৪০০১৩ এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস নং ৩০৭, ৪র্থ তলে (চতুর্থ) তলে ভবনের ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, প্রেমিসেস নং ৪১এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০১৭ এবং উক্ত ভবনে ১ টি গাড়ি লোয়ার বেসমেন্টে, নং ০১১ পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট পার্ক করার অধিকার সহ কিনতে আগ্রহী।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অধিকার/অধিগ্রহণের বিষয়ে কোনও আপত্তি বা দাবি থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত নম্বরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
বিনোদ কুমার দুসেজা
৯৮২৩০৬১১৭৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১শে মে, ৬ই জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী র মৃত্যু দিবস। ষট্ পঞ্চমী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

AFFIDAVIT

I, **Ayub Sk** S/O Mijan Sk residing at Vill.- Kelai, P.O.- Nonadanga, P.S.- Khargram, Dist.- Murshidabad, W.B. PIN- 731241 do hereby declare vide affidavit before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Berhampore, Msd dated 29.08.2025 that my original name is Ayub Sk and it is recorded in my Voter Card being no. SIP1043538 but in my daughter Rijia Sultana Khatun's birth certificate being Regn. No. 303/2009 dated 25.08.2009, my name has been written as Septe Sk. My wife's original name is Tajema Bibi which is recorded in her Voter Card being no. SIP1043454 but her name has been recorded as Tarjenma Bibi in our said daughter's birth certificate. Ayub Sk and Septw Sk is same and identical person. Tajema Bibi and Tarjenma Bibi is same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি নব কুমার ভদ্র, পিতা- ৺নকুল ভদ্র, সাং- কলাইঘাটা, পো- হবিবপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-২০/০১/২০২৩ তারিখের ADSR রানাঘাট-১ অফিসের I - ৫৬০ আমমোক্তারনামা বলে, বিপ্রদাস মুখার্জি, দ্বিজদাস মুখার্জি, দেবদাস মুখার্জি, নারায়ন মুখার্জি, রুমা মুখার্জি, রত্না মুখার্জি, দীপশিখা মুখার্জি, দুর্বা মুখার্জি সকলের পিতা- বামনদাস মুখার্জি সকলের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট, মৌজা- মাসুন্দা, J.L-১২২, L.R দাগ নং- ২২৪, খতিয়ান- ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭ থেকে জমির পরিমাণ-১১ শতক। সেই সম্পতি বিক্রয় করছি, উক্ত সম্পতি বিক্রেতাগনের নিজেদের নামের থেকে ADSR রানাঘাট-১ অফিস এর I-৬৫৭৬/২০২৫ নম্বর দলিল বলে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত নথি সহ ৩০ দিনের মধ্যে রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন নচেৎ পরবর্তী আইন অনুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অসিত বিশ্বাস, পিতা- ৺অশ্বিনী বিশ্বাস, সাং- বিলপাড়া, পো- বীরনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-০১/০১/২০০৯ তারিখের ADSR রানাঘাট-১ অফিসের I-২ নম্বর আমমোক্তারনামা বলে, সুভাষ বিশ্বাস ও সুশান্ত বিশ্বাস এই দুজনের নিকট হইতে আমি আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- বীরনগর, J.L-১৯, L.R দাগ নং- ১০৯৪, খতিয়ান- ৩৫৮৭/১, ৩৬৫৫/১, জমির পরিমাণ- ০.১৫ শতক। সেই সম্পতি বিক্রয় করছি, উক্ত সম্পতি বিক্রেতাগনের নিজেদের নামের থেকে ADSR রানাঘাট-১ অফিসের I-৯০/২০০৯ দলিল বলে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকে উপযুক্ত নথি সহ ৩০ দিনের মধ্যে রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন। নচেৎ পরবর্তী আইন আনুক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. রাবিয়া বিবি, ২. আব্দুল রাকিব, D.S.R. - 1 অফিসের ২৫/০২/২০২৬ তাং I-2936/2026 নং ও I-2931/2026 নং দলীল ১. তাজমিরা খাতুন, স্বামী - ছত্তার আলী, ২. পিয়ারা বানু খাতুন, স্বামী - সিরাজুল রহমান, ৩. আজমিরা খাতুন বিবি, স্বামী - সিরাজুল হক, ৪. শাহাজান আলী ৫. সাদ্দাম হোসেন ৬. সেখ আজিজুর রহমান J.L. No. 102 সাংমুড়া মৌজার L.R. 510 দাগে, L.R. 160 খতিয়ানে, বর্তমানে L.R. 2395, 2388, 2644, 160 এর দু জনের ৪.৬০ + ৪.৬০ = ৯.২০ শতক গত ইং ১১/১২/২০১৩ তাং ০০১৬৪ নং আমমোক্তার হয় ১. আবু তাহের মোল্লা, ২. আব্দুল রফিক মোল্লা, উভয়ের পিতা - আব্দুল ফকির মোল্লা, আমমোক্তারদ্বয় হইতে ক্রয় করেন, উক্ত দাগের সম্পত্তি তে কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বারাসাত - ১ B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি করলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

জগদীশ মন্ডল পিতা জয়দেব মন্ডল সাং- জিউধারা, পোঃ- কালনা, জেলা- পূর্ব্ব বর্দ্ধমান, দলিল নং- ৭৯৭৯ ও ৭৯৭৮ তে ইং-২০২২ সালে আমি ক্রয় করিয়াছি তার মৌজা – শাসপুর, জে: এল:- ১৬৮ হাল দাগ- ৫৯৯ তে- মোট ৫.৭৮ শতক ২০২২ সাল ৪০৫ নম্বর পাওয়ার নামা রেজিষ্ট্রীর বলে MN/2026/ 0230/467 ও MN/2026/0230/468 কেস নাম্বারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হয়েছে এর জন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকলে কালনা ২ নং বি.এল. এ্যান্ড এল. আর. ও আপিসে জানাবেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়া
রেফা : দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ২৪/২০২৪
বাদী :- শ্রীমতী সুপ্রীতি বসু, দীগর
বনাম
বিবাদী :- শ্রীমতী দেবিকা বসু, দীগর

১/ **শ্রীমতী দেবিকা বসু,** পিতা মৃত দীপক কুমার বসু, স্বামী ইন্দ্রনাথ বসু, সাকিম - গ্রাম - ঘোষপাড়া, পোঃ ও থানা - বালী, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১২২৭

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে :-
(১) শ্রীমতী সুপ্রীতি বসু, স্বামী শ্রী ইন্দ্রনীল বসু **(২) শ্রী ইন্দ্রনীল বসু,** পিতা অশোক কুমার বসু ওরফে বসুরায় উভয়ের সাকিম - গ্রাম ও পোঃ - বেলমুড়ি থানা- ধনিয়াখালী জেলা- হুগলী অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলীর ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত ১৭৭নং জে.এল. ভুক্ত জোদপুরানন্দপুর মৌজায় এল. আর. ৭০, ৩৩, ৬৪, ১৬২, ১৭৮ নং দাগে এবং ১৭৬ নং জে.এল. ভুক্ত মানিকপুর মৌজায় এল. আর. ২৫৬ ও ২৬৪ নং দাগে "শালি" সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্ত দাবী বাবদ দেওয়ানী ২৪/২০২৪ নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে - মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে –
শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
BY ORDER OF THE COURT
Jyotirmoy Sarkar (Sheristadar)
Civil Judge (Sr. Divn.),
Addl. Court, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

নাম-পদবী

আমি রেণুবালা সর্দার, স্বামী- ৺হরিপদ সর্দার, ঠিকানা- গ্রাম যাত্রাপুর, পোঃ জয়পুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিনঃ৭৪১১০২, পঃ বঃ গত ১৮/০৫/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৬০৮১ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী হরিপদ সর্দার সুধীর সর্দার একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলেন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8497 নং এফিডেভিট বলে আমি Shreya Chakraborty (old name), W/o. Debajyoti Dutta, D/o. Subir Chakraborty, R/o. 523, Fulpukur Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shreya Chakraborty বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shreya Dutta নামে পরিচিত হইয়াছি। Shreya Dutta & Shreya Chakraborty W/o. Debajyoti Dutta, D/o. Subir Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/10/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 10111 নং এফিডেভিট আমি Raymond Valentin Alias Mukul Rozario (old name) S/o. Late Anthony Rozario, R/o. 400/1, Manaspur Road, Manasatala, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Raymond Valentin Alias Mukul Rozario নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Raymond Mukul Rozario (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Raymond Mukul Rozario & Raymond Valentin Alias Mukul Rozario S/o. Late Anthony Rozario সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15278 নং এফিডেভিড বলে আমি Sabiba Khatun, W/o. Md Mirajuddin, R/o. Sandua, Magura, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Mariam Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2016:19-02951-000326 dtd. 21/12/2016) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Sabiba Khatun-এর পরিবর্তে Sabiba Bibi লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ কন্যার মাতা Sabiba Khatun ও Sabiba Bibi W/o. Md Mirajuddin, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15279 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Mirajuddin S/o. Sk Rabiul, R/o. Sandua, Magura, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2016:19-02951-000326 dtd. 21/12/2016) আমার/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Md Mirajuddin-এর পরিবর্তে Md Mirazuddin ও আমার কন্যার সঠিক নাম Mariam Khatun-এর পরিবর্তে Mariam Khatoon লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ কন্যার পিতা Md Mirajuddin ও Md Mirazuddin এবং আমার কন্যা Mariam Khatun ও Mariam Khatoon, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12448 নং এফিডেভিট বলে আমি Abhijeet Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Asim Kumar Mukhopadhyay & Asim Mukhopadhyay & Asim Kumar Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8054 নং এফিডেভিট বলে আমি Indrajit Pal S/o. Khagen Pal ও Indrajit Paul S/o. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 64 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Gaffar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ekramal Haque ও Md E Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8046 নং এফিডেভিট বলে আমি Pankaj Biswas S/o. Praphulla Biswas ও Pankaj Kr Biswas S/o. P K Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8045 নং এফিডেভিট বলে আমি Judishthir Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subal Mondal ও S C Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 15/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7965 নং এফিডেভিট বলে আমি Manas Kumar Sil S/o. Tinkari Sil ও Manas Sil S/o. T Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12547 নং এফিডেভিট বলে আমি Mitali Chand Roy W/o. Indrajit Roy, Mitali Chand D/o. Shibu Chand ও Mitali Roy W/o. Indrajit Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8048 নং এফিডেভিট বলে আমি Paritosh Kunti ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sambhunath Kunti ও S. Ch. Kunti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8047 নং এফিডেভিট বলে আমি Hiranmay Sau S/o. Chandi Charan Sau ও Hiranmoy Sau S/o. C. C. Sau সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8269 নং এফিডেভিট বলে আমি Santosh Singh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Vinod Kumar Singh ও Binod Kumar Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিরোধীদলের স্বীকৃতি ঘিরে জটিলতা, সাংবাদিক বৈঠক করলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন এবং বিরোধী দলের স্বীকৃতি ঘিরে জটিলতা আরও বাড়ল। বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমেন্দ্র দাস। তিনি জানান, বিরোধী দলের তরফে একটি চিঠি জমা পড়েছে ঠিকই, তবে সেই চিঠিতে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। ফলে বিষয়টি এখন অধ্যক্ষের বিবেচনার উপর নির্ভর করছে। সৌমেন্দ্র দাস বলেন, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একটি চিঠি দিয়ে পরিষদীয় দলের পদাধিকারীদের নামের তালিকা পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেই চিঠিতে পরিষদীয় দলের বৈঠক কবে হয়েছে, সেই বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন এবং কারা সম্মতি দিয়েছেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ নেই। বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী এই সমস্ত তথ্য স্পষ্টভাবে জমা দিতে হবে। সেই নথি অধ্যক্ষের কাছে পেশ করা হলে তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পদক্ষেপ। তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই একটি আরটিআই দায়ের করেছেন। সেখানে ২০১১ এবং ২০১৬ সালে কীভাবে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন হয়েছিল এবং কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, অতীতের নজির সামনে এনে বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতেই এই পদক্ষেপ।

এদিকে একই দিনে বিধানসভা চত্বরে বি আর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দল। হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার অভিযান, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই কর্মসূচি নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যে 'বুলডোজার রাজনীতি' চালানো হচ্ছে এবং সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগও তুলে সরব হয়েছে তারা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই আন্দোলনের রাজনীতিতে ফের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিতে চাইছে তৃণমূল।

হালিশহর পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলর পদত্যাগে পরিষেবায় প্রভাব পড়বে না: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ। পুর পরিষেবা সচল রাখতে উদ্যোগী হন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। অনুপস্থিত কাউন্সিলারদের পুরসভায় আসতে একাধিকবার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি কাউন্সিলররা পুরসভায় হাজির হননি। এদিকে বুধবার বেলায় ২৩টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট হালিশহর পুরসভায় অধিকাংশ কাউন্সিলর একত্রিত হন। তারপর তাঁরা ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ নিয়ে কেউ কিছুই জানাতে চাননি। পুরসভায় দাঁড়িয়ে হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা বর্তমান কাউন্সিলর রাজু সাহানি বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক, পুরপ্রধান-সহ তৃণমূল নেতারা সবাই পালিয়েছেন। এদিন তিনি-সহ মোট ১৬ জন কাউন্সিলর পুরসভায় হাজির ছিলেন। ওয়ার্ডের সমস্যা নিয়ে সকলেই কথা বলতে পুরসভায় এসেছিলেন। বাকিরাও যোগাযোগ করছেন। তবে ইস্তফার বিষয় তিনি এড়িয়ে যান। পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার রমা প্রসাদ মণ্ডল বলেন, এই পরিস্থিতিতে পরিষেবায় কোনও খামতি নেই। নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবার কোনও প্রশ্নই নেই। ফান্ডের অভাবে সকল কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকী ইস্তফার বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও খবরও নেই। মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হালিশহর পুরসভার বর্ষীয়ান কাউন্সিলর প্রবীর সরকার বলেন, জনাদেশ তাদের বিপক্ষে গেছে। তাই এদিন তাঁরা প্রথমে পুরসভায় একসঙ্গে মিলিত হন। তারপর তাঁরা মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রবীর বাবু জানান, কেউ ইস্তফা দেয়নি। পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মহকুমা শাসকের কাছে হালিশহর পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁরা মুখ খুলতে চাননি। এদিন সন্ধেয় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, শুনেছি ২৩ জন কাউন্সিলর মধ্যে ১৬ জন পদত্যাগ করেছেন, এতে পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না।

মুখ্যমন্ত্রী দরজা খুলে দিলে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দরজা খুলে দিলে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী দরজা খুলে দিলে একটাও বিধায়ক তৃণমূলে থাকবে না। এমনকী সংখ্যালঘু বিধায়করাও বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকে নিশানা করে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, চন্দ্রনাথ রথ খুনে দেবরাজ চক্রবর্তী জড়িত আছে। অভিষেক ব্যানার্জি এবং পার্থ ভৌমিক ঘনিষ্ঠ এই দেবরাজের মধ্যে নিজেকে 'হিরো' সাজার একটা প্রবণতা রয়েছে। তৃণমূলকে নিশানা করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল সরকারি দল ছিল। সরকার চলে গেছে এবার দলটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। তাঁর বক্তব্য, ফলতার জাহাঙ্গির খানকে বহিষ্কার করার আগে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে আগে বহিষ্কার করা উচিত। কারণ, এঁরাই তো লুঠপাট করেছে।

বীজপুরে সরকারি জমি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপল্লিতে দেদার সরকারি জমি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। যদিও সেই তৃণমূল নেতা রামা শঙ্কর গিরি ওরফে রামা গিরি নিজেকে 'সমাজসেবক' দাবি করে থাকেন। যদিও ঘাসফুল জমানায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউই মুখ খোলার সাহস দেখাননি। ঘাসফুল বিদায় নিতেই সরকারি জমি বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে আনন্দপল্লির বাসিন্দারা ইদানিং সোচ্চারও হয়েছেন। বাসিন্দাদের প্রতিবাদ ধামাচাপা দিতে একশ্রেণির ফোঁড়েরা সুকৌশলে মদতও জোগাচ্ছেন বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা মীনা বর্মনের অভিযোগ, এলাকায় বাহুবলী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন রামা গিরি। তাঁর হাত ধরেই সরকারি জমি বিক্রি হয়েছে। তাঁর মদতেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল বিদায় নিতেই বড় নেতা রামা গিরি ঝিমিয়ে পড়েছেন। আরেক বাসিন্দা রাজা মোল্লা জানান, ছয়মাস আগে নথি ছাড়াই রামা গিরির কাছ থেকে জমি নিয়ে তিনি বাড়ি করেছেন। দলীয় নেতার বিরুদ্ধে সরকারি জমি বিক্রির অভিযোগ নিয়ে নিশ্চুপ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সরকারি জমি বিক্রয় ইস্যুতে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, কাঁচরাপাড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ড ঘুঘুর বাসায় পরিণত। ওই ওয়ার্ডের মানুষজন বেআইনি কাজের অভিযোগ তাঁর কাছে জানালে, তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। তাঁর বক্তব্য, মাত্র একটা ওয়ার্ডেই এত সরকারি জমি বিক্রি হয়েছে। তাহলে গোটা বীজপুর খুঁজলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দাঁড়াবে। তাঁর দাবি, যারা বেআইনি কাজ কিংবা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা শাস্তি পাবেই।

রাজ্যের আইন দপ্তরে নয়া নিয়োগ, রাজদীপ মজুমদার নয়া অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল, গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এবং অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড পদে নতুন আইনবিদদের নিয়োগ করেছে। রাজ্যের আইন দপ্তরের তরফে জারি হওয়া পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে রাজদীপ মজুমদারকে কলকাতা হাইকোর্টের নতুন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দিব্যেন্দ্র নারায়ণ রায়কে গভর্মেন্ট প্লিডার এবং নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যকে সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পৃথক নির্দেশিকায় কল্লোল মণ্ডলকে কলকাতা হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ডক্টর নন্দগোপাল খৈতানকে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড (অরিজিনাল সাইড) হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমস্ত নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পদগুলিতে আগে জারি হওয়া সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ বাতিল করে নতুন করে এই নিয়োগ করা হয়েছে। জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আইন দপ্তর। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর আইনি পরিকাঠামো ও আদালত সংক্রান্ত প্রতিনিধিত্বে বড়সড় রদবদলের অংশ হিসেবেই এই নিয়োগগুলি করা হল।

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের নয়া যুদ্ধ জাহাজ সংঘমিত্রার উদ্বোধন হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাইস চিফ অফ নাভাল স্টাফ তথা ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বৎসায়ন।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পুণ্যার্থী-বোঝাই বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জামালপুরের ইলামবাজার এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়লো পুণ্যার্থী বোঝাই বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয় আটজন। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় চকদিঘি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়াপুর থেকে আনুমানিক ৬০ জন যাত্রীকে নিয়ে খানাকুলের হরিশচন্দ্রপুরে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারার পর একটি বাড়িতে ধাক্কা মারে বাসটি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় আটজন, তাদের মধ্যে দুজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুত গতিতে একটি টুরিস্ট বাস মায়াপুর থেকে খানাকুলের উদ্দেশ্যে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই বাস চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায় মেমারি তারকেশ্বর রুটে। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে অন্যত্র সরিয়ে, যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

রাজ্যে শুরু হবে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জরায়ুমুখের ক্যানসার রোধে রাজ্যে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। ১৪ বছর বয়সি কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, কলকাতা পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তাদের কাছে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি সংক্রমণের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরায়ুমুখের ক্যানসার হয়। এই ক্যানসার প্রতিরোধে টিকাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের আজমেরে জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। তার পর থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে ধাপে ধাপে এই টিকাকরণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এবার তা চালু হতে চলেছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৪ বছর বয়সি সমস্ত কিশোরীকে এক ডোজ করে 'গার্ডাসিল-৪' টিকা দেওয়া হবে। শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেই এই টিকাকরণ হবে। যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোল্ড চেন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কম্পিউটার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেই এই পরিষেবা মিলবে। টিকাকরণ শুরুর আগে প্রত্যেক উপভোক্তার নাম 'ইউ-উইন' পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভিভাবকের সম্মতিও নিতে হবে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২১ মে ২০২৬, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

কাকলির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

■ তৃণমূলের অন্দরে পদচ্যুতি, বাইরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা; বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে ঘিরে জমছে রহস্য। লোকসভার মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব হারানোর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বাড়ির সামনে দেখা গেল সিআইএসএফ জওয়ান। ১৮ মে থেকে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১৫ মে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকেই কাকলির বদলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্য সচেতক করার সিদ্ধান্ত হয়। তার পরদিনই ফেসবুকে অভিমানী পোস্ট সাংসদের; চার দশকের আনুগত্যের পুরস্কার এটাই। দল বা নেতৃত্বের নাম না নিলেও ক্ষোভ স্পষ্ট। ছেলের মন্তব্যও আগুনে ঘি ঢেলেছে। ২০০৯ থেকে বারাসাতের সাংসদ কাকলি মমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেত্রী। দিল্লিতেও তাঁর যোগাযোগ পুরনো। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, এই সময় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কি শুধুই হুমকির কারণে, নাকি দলের ভিতরের টানাপড়েনের ইঙ্গিত? কাকলি বলেন, জানা নেই, বলতে পারব না। তৃণমূলও নীরব। বিজেপির কটাক্ষ, হুমকি তৃণমূল থেকেই কি না তা খোলসা হোক। পদ খুইয়ে নিরাপত্তা পাওয়ার এই মোড়ে কাকলির পরবর্তী চালই এখন চর্চার কেন্দ্র।

বিজেপিকে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

■ কলকাতা পুরনিগমের প্যাডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ফাঁস হওয়া নোটিসকে ঘিরে রাজনীতির পারদ চড়ছে। তৃণমূলের দাবি, গোটা ঘটনাই সাজানো এবং বিজেপির 'আনঅফিসিয়ালি' ছড়ানো অপপ্রচার। বুধবার দলীয় বিবৃতিতে জোড়াফুল শিবির জানিয়েছে, নোটিসটি সম্পূর্ণ বানানো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা। অভিষেকের পাশাপাশি অন্য নেতাদের নাম জড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, সত্যতা যাচাই না করে সংবাদমাধ্যম একতরফা খবর চালালে আদালতে যাওয়া হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নোটিসে উল্লেখ করা ঠিকানা বা ফোনে যোগাযোগ করলেই আসল ছবি স্পষ্ট হবে। কিন্তু তা না করে বিজেপির দেওয়া বয়ানই প্রচার হচ্ছে। দলের মতে, বিধানসভা ভোটের পর থেকে সম্পত্তি ও দুর্নীতির ইস্যুতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মরিয়া বিরোধীরা। বিশ্লেষকদের মতে, শাসক-বিরোধী এই টানাপড়েন এখন আইনি লড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে। বিজেপি নোটিসকে হাতিয়ার করছে, তৃণমূল শুরুতেই আইনের পথে হাঁটার বার্তা দিচ্ছে। আদালত পর্যন্ত গড়ায় কি না, সেটাই এখন দেখার।

ইডি দপ্তরে আইএএস আধিকারিক

■ কলকাতার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের আইএএস আধিকারিক আনসারি শেখ। তিনি মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে রয়েছেন। বালি পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু নথি তাঁর কাছে দেখতে চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। তিনি নথিপত্র নিয়ে বুধবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন। এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আইএএস আনসারি বর্তমানে মালদহে কর্মরত। এর আগে ছিলেন ঝাড়গ্রামে। ইডি সূত্রে খবর, ঝাড়গ্রামে কাজের সময়ের কিছু তথ্য তাঁর কাছে চাওয়া হয়েছে। ভোটের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) বিবেচনাধীন তালিকার নিষ্পত্তি নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল মালদহে। মোথাবাড়ি এলাকায় বিবেচনাধীন তালিকার নিষ্পত্তির কাজে নিযুক্ত বিচারকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভের জেরে রাতে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা আটকে পড়েছিলেন। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। এই ঘটনার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

প্রোমোটারকে মারধর ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার দেবরাজের ছায়াসঙ্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল এবং নতুন জমানার প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হতেই তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার রাতে রাজারহাট-গোপালপুর ও বিধাননগর পুর এলাকায় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ দেবরাজ চক্রবর্তীকে আটক করে পুলিশ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেতা হিসেবে পরিচিত দেবরাজকে আটক করার ঠিক পরপরই, পুলিশি অভিযানে হাতকড়া পড়েছে তাঁরই ছায়াসঙ্গী তথা অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুগামী অমিত চক্রবর্তী ওরফে ননীর হাতে। এক প্রোমোটারকে মারধর এবং তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার গুরুতর অভিযোগে এই গ্রেপ্তারি।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিগত ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাগুইআটি থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর এলাকায় কিশোর হালদার নামে এক স্থানীয় প্রোমোটারের কাছ থেকে একলপ্তে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা বা কাটমানি দাবি করেন এই অমিত। প্রাণভয়ে প্রাথমিক কিস্তি হিসেবে ওই প্রোমোটার ৩ লক্ষ টাকা অমিতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বাকি বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করায়, তাঁর ওপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা।

অভিযোগ, প্রোমোটার কিশোর হালদারকে আগ্নেয়াস্ত্রের বাট এবং লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই গত বছর বাগুইআটি থানায় একটি সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেন ওই আক্রান্ত ব্যবসায়ী। সেই পুরনো মামলার সূত্র ধরেই মঙ্গলবার রাতে অমিত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেবরাজ চক্রবর্তী স্রেফ একজন সাধারণ কাউন্সিলর বা মেয়র পারিষদ ছিলেন না। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ও যুব তৃণমূলের মূল চালিকাশক্তি এবং ক্যামাক স্ট্রিটের অলিন্দে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিশ্বস্ত 'ডান হাত' হিসেবেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন তিনি। কামারহাটি থেকে শুরু করে দমদম ও বিধাননগর - সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে যুব সংগঠনের রাশ একচেটিয়াভাবে নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন দেবরাজ। এদিকে ক্যামাক স্ট্রিটের 'গুডবুক' বা বিশেষ সুনজরে নাম থাকার সুবাদে বিগত দিনে দলের অন্দরে দেবরাজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত। তবে এ রাজ্যে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলাকালীন ইডি ও সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রাডারেও আগেই এসেছিলেন তিনি। এবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির বদলে খোদ রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ ও ঝোড়ো তৎপরতায় শেষমেশ আটক করা হয় এই যুবনেতাকে।

এদিকে সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার পর এবং নবান্নে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার পর থেকেই দেবরাজ চক্রবর্তীর প্রতিটি গতিবিধির ওপর কঠোর নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ ও গোয়েন্দারা। তাঁর বিরুদ্ধে মূলত বিধাননগর পুর এলাকায় দেদার বেআইনি নিয়োগ এবং বিভিন্ন সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির এক লম্বা নথির খতিয়ান তৈরি করা হয়েছিল। পুলিশি তৎপরতা টের পেয়ে ও নিজের অবধারিত গ্রেপ্তারি এড়াতে গত কয়েক দিন ধরে নিজের সমস্ত মোবাইল ফোন বন্ধ করে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন দেবরাজ। তাঁর ঘনিষ্ঠ ও পারিবারিক বৃত্তেও এই নেতার কোনও হদিশ মিলছিল না।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনীতিতে অত্যন্ত 'হেভিওয়েট' ও প্রভাবশালী নাম এই দেবরাজ। যদিও তাঁর আটক বা গ্রেপ্তারি নিয়ে পুলিশের শীর্ষ মহলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'পাপ বিদায়' বলে পোস্ট করেন রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। সঙ্গে এও বলেন, ছোট তোলাবাজ গ্রেপ্তার হয়েছে। এই ছোট তোলাবাজরা চুনোপুঁটি। দেবরাজের কাছে যা টাকা রয়েছে, তার উৎস কী জানা দরকার। দেবরাজ হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সহযোগী। এই এলাকায় গরু, কয়লা, চাকরি বিক্রি থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট, সবকিছুর মূল পান্ডা হল এই দেবরাজ।

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুন', লগ্নি টানতে অনাবাসীদের ডাক শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট দিতে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছিলেন অনেকে। ভোট মিটিয়ে ফিরেও গিয়েছেন। এবার তাঁদের স্থায়ীভাবে বাংলায় ফেরার ডাক দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার ফলতার প্রচার মঞ্চ থেকে শমীকের সাফ কথা, শিল্পায়ন ছাড়া পথ নেই। যাঁরা বাইরে গিয়ে নতুন উদ্যোগ গড়েছেন, এবার রাজ্যে ফিরে ব্যবসা করুন। অনাবাসী ভারতীয় ও বাঙালিদেরও বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তাঁর আশ্বাস, সরকার লগ্নিবান্ধব পরিবেশ গড়ে দেবে। তৃণমূল আমলে দেড় হাজারের বেশি সংস্থা রাজ্য ছেড়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ। তোলাবাজি আর সিন্ডিকেটের জেরেই বাংলার মেধা-পুঁজি বাইরে পাচার হয়েছে, দাবি শমীকের। ক্ষমতায় এসে সেই ছবি বদলাতে চাইছে পদ্ম শিবির।

তিনি বলেন, বিজন নাগ গোয়ায়, ওডিশায় কারখানা গড়েছেন। অসমে জমি খুঁজছেন। তাঁদের বলছি, ঘরের ছেলে ঘরে আসুন। জমি আছে, নদী-সাগর আছে, দক্ষ কর্মীও আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২২৮টি কারখানার মধ্যে মাত্র ৩১টি সচল;এই পরিসংখ্যান তুলে শমীকের খোঁচা, জেলাটা এখন পরিযায়ী শ্রমিকের ঠিকানা। শিল্পমহলের একাংশের আশা, লগ্নি এলে কলকাতা থেকে ইউরোপ-আমেরিকার সরাসরি উড়ানও ফিরতে পারে।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মরত কর্নেলকে গ্রেপ্তার সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লক্ষ টাকার ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মরত কর্নেলকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। সূত্রের খবর, কর্নেল বালি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের আর্মি অর্ডিন্যান্স কোর-এ কর্মরত। সিবিআই-এর তদন্তকারীদের অভিযোগ, টেন্ডার দেওয়া, বিল পাশ করানো এবং নিম্নমানের জিনিস সরবরাহে দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন ওই কর্নেল। কানপুরের বেসরকারি এক সংস্থাকে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার একাধিক অভিযোগও রয়েছে কর্নেল বালির বিরুদ্ধে। কর্নেল হিমাংশু বালি ছাড়াও কানপুরের ওই সংস্থার দুই কর্ণধার মায়াঙ্ক আগরওয়াল এবং তাঁর ছেলে অক্ষত আগরওয়ালের নামও জড়িয়েছে ঘুষ কেলেঙ্কারিতে। তাঁদের নামেও এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই।

সিবিআই-এর অভিযোগ, চলতি বছরের মার্চ এবং এপ্রিল মাসের মধ্যে কানপুরের ওই বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হয় হিমাংশুর। কলকাতার পার্কস্ট্রিট এলাকায় ওই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার অক্ষত আগরওয়ালের সঙ্গে হিমাংশু দেখা করেন। এপ্রিলের ২৪ তারিখে ওই সংস্থা বড় একটি টেন্ডার পায়। অভিযোগ, এই টেন্ডার পাশ করানোর জন্যই ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন হিমাংশু। হাওয়ালা মারফৎ এই টাকা দিল্লিতে পাঠানোর কথা ছিল।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে সিবিআই। কর্নেলের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-এ সিবিআই-এর অভিযোগ, কর্নেলের সঙ্গে একটি নয়, একাধিক টেন্ডার পাশ করানোর চুক্তি হয়েছিল কানপুরের ওই সংস্থার সঙ্গে। সিবিআই-এর সন্দেহ, শুধু হিমাংশু নন, সেনাবাহিনীর একাধিক আধিকারিক এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকতে পারেন।

ফের ইডির তলব প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ফের তলব রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষকে। ইডি সূত্রে খবর, হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁকে। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৫ মে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এর আগেও

একাধিকবার রথীন ঘোষকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। ভোটের কারণ দেখিয়ে বার বার হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। বিশেষ করে ভোটের সময়সূচি ও অন্যান্য ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে তিনি তখন উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানা যায়। তবে চলতি মাসের ১৫ তারিখ তিনি ইডি দপ্তরে হাজির হন এবং প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে কেন ডাকা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে অবগত নন।

তদন্তকারীদের মতে, পুরনিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত একাধিক আর্থিক লেনদেন ও প্রশাসনিক সুপারিশের সূত্র ধরেই এই মামলার তদন্ত এগোচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগে একাধিক নাম উঠে এসেছে। ইডি সূত্রে দাবি, প্রায় ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর একটি তালিকা রয়েছে, যেখানে অনিয়মের মাধ্যমে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরই পাঁচ হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাই-প্রোফাইল বৈঠকের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কড়া পদক্ষেপের লালবাজারের। সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং 'দালাল রাজ' রুখতে শহরের পাঁচটি বড় সরকারি হাসপাতালে নজিরবিহীনভাবে নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিশ। আর সেই কারণেই বুধবার থেকে বেশ কয়েকটি নয়া নিয়ম কার্যকর হচ্ছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। গত শুক্রবারই স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ কর্তা এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোর প্রিন্সিপাল-সুপারদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বহিরাগতদের প্রবেশ রোখার ওপর কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন।

লালবাজার সূত্রের খবর, প্রাথমিক ধাপে কলকাতার পাঁচটি প্রধান সরকারি হাসপাতালে এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ করা হচ্ছে। তালিকায় রয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এসএসকেএম হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, আর ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এর পাশাপাশি হাসপাতালের ভেতরে যাতে কোনওভাবেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা ডাক্তারদের ওপর হামলার ঘটনা না ঘটে, তার জন্য একগুচ্ছ গাইডলাইন জারি করেছে লালবাজার।

এবার হাসপাতালে প্রবেশের ব্যাপারে আইডি কার্ড আবশ্যিক করা হয়েছে। এবার থেকে হাসপাতালে প্রবেশ করতে গেলেই কড়া

চেকিংয়ের মুখে পড়তে হবে। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি রোগী এবং তাঁদের পরিজনদেরও পরিচয়পত্র বা নির্দিষ্ট কালার-কোডেড ব্যান্ড খতিয়ে দেখেই ভেতরে ঢোকান হবে। বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত। শুধু তাই নয়, হাসপাতাল চত্বরে সর্বক্ষণ নজরদারির জন্য কলকাতা পুলিশের বিশেষ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম সক্রিয় থাকবে। কোনও রকম গোলমালের আভাস পেলেই মুহূর্তের মধ্যে কন্ট্রোল রুমে খবর চলে যাবে। এছাড়াও রাতের ডিউটিতে থাকা জুনিয়র ডাক্তার ও নার্সদের সুরক্ষায় হাসপাতাল চত্বরে পুলিশের বিশেষ 'নাইট পেট্রলিং' চলবে বলেও জানানো হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা ডাক্তারদের রেস্ট রুম এবং ডিউটি রুমের আশেপাশে নজরদারি থাকবে দ্বিগুণ।

এছাড়াও অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি হাসপাতালগুলোর ফায়ার সেফটি বা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে তা আরও উন্নত করা হচ্ছে। একইসঙ্গে হাসপাতালগুলিতে সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়াও, সেগুলো সঠিক ভাবে চলছে কি না, নিয়মিত নজরদারিতে রাখতে হবে। হাসপাতালের সব জায়গা যাতে সিসিটিভিতে দেখা যায় তা নিশ্চিত করাতে হবে।শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশে। সবজায়গায় সুষ্ঠুভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে।

নিরাপত্তার ব্যাপারেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে লালবাজারের তরফ থেকে। পুলিশ ছাড়াও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থাকে নির্দিষ্ট ডিউটি রোস্টার বানানোর নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। সেই হিসেবেই কর্মী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর কাণ্ডের ক্ষত এবং হাসপাতালে দালাল চক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন সরকার যে কোনও আপস করতে রাজি নয়, লালবাজারের এই তৎপরতাই তার প্রমাণ।

শ্যামনগর অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ সংস্কার করা হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামনগর ফিডার রোডের ওপর অবস্থিত অতি প্রাচীন অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ। একটা সময় এই মাঠ থেকেই অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছিল। বুধবার শ্যামনগর আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল একাডেমির পক্ষ নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি এদিন শ্যামনগর ফিডার রোড শক্তিগড় টালিখোলার মৈত্রী বন্ধন ক্লাবের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে একাডেমির প্রশিক্ষক ললিতা ওঁরাও, সমাজসেবী মদন চ্যাটার্জি, গৌতম সরকার, তাপস বিশ্বাস, সমীরেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা হাজির ছিলেন। অন্যদিকে ক্লাবের তরফে উপস্থিত ছিলেন শিবু সরকার, পার্থ প্রতিম সরকার, প্রসেনজিৎ দত্ত প্রমুখ। সংবর্ধনা

জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, বেহাল দশায় পরিণত এই খেলার মাঠটিকে শীঘ্রই সংস্কার করার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি সাঁতার প্রশিক্ষণের পুকুরটিকে তিনি সংস্কার করবেন। নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী হওয়ার পরামর্শ দিলেন ক্রীড়াপ্রেমী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ঘাসফুল জমানায় শ্যামনগর অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ এবং প্রতীক সংঘের মাঠ বিক্রির চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছিল। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক বলেন, একটাও খেলার মাঠ বিক্রি করা যাবে না। বর্তমান প্রজন্মকে বেশি করে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে হবে।

কাউন্সিলরের কাট-আউট খুলল কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার তৃণমূল কাউন্সিলরের হাতজোড় করা সুদৃশ্য মুখের ছবি সহ বড় কাট-আউট খুলল কলকাতা পুরসভা। বেআইনিভাবে ফুটপাতের উপর বিজ্ঞাপনের কায়দায় লাগানো হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরের 'শারদ শুভেচ্ছা'র পোস্টারগুলি। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাস্তায় সেই কাট-আউটগুলি কার্যত ভেঙেছে পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগ।

পুরসভা সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউ, লেক ভিউ রোডে এগুলি লাগানো ছিল। রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপর লোহার কাঠামো তৈরি করে কাউন্সিলরের হাসি মুখের ছবি দেওয়া ছিল। পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগ জানাচ্ছে, এমন পাঁচটি কাটআউট খুলে ফেলা হয়েছে। ওই কাউন্সিলরের লাগানো আরও এমন কয়েকটি কাটআউট রয়েছে। সেগুলিও খোলা হবে। এক কর্তা বলেন, 'ক্ষমতাবান' ওই কাউন্সিলরের এই বেআইনি বিজ্ঞাপনগুলি আগেও নজরে পড়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জেরে সেগুলি এতদিন খোলা যায়নি। এবার রাজ্যে পালাবদলের পর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি শুধুমাত্র শারদ শুভেচ্ছা বা বিজয়ার শুভেচ্ছা দিতে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে পুজো বহুকাল কেটে গিয়েছে। বছর ঘুরে আবার দুর্গাপুজোর দোরগোড়ায়। কিন্তু ওই পুরনো বিজ্ঞাপনগুলি ওই কাউন্সিলর খোলেননি। ওই কাউন্সিলর কাটআউটগুলি পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বিজ্ঞাপন সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এভাবে সরকারি জায়গায় বিনা অনুমোদনে স্থায়ী কাঠামো তৈরি করে বিজ্ঞাপন লাগানো বেআইনি। তাই সেগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় তৃণমূলের বিক্ষোভ, ফাঁকা আসন ঘিরে ফাটলের গুঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা হারানোর পর প্রথমবার বিধানসভায় ধরনায় নামল তৃণমূল। বুধবার বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির নীচে ধরনায় বসলেন বিরোধী বিধায়করা। অভিযোগ; শাসক বিজেপির 'বুলডোজার নীতি', হকার উচ্ছেদ আর ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিক্ষোভের চেয়েও বেশি চোখ টানল গরহাজিরা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলেও দলের বহু বিধায়কের দেখা মিলল না। এই শূন্যতাই উসকে দিল দলের অন্দরের টানাপোড়েনের জল্পনা। বিজেপির কটাক্ষ, হারের পর থেকেই তৃণমূলে ভাঙন শুরু।

তৃণমূলের সাফাই, একদল বিধায়ক বিধানসভায়, আরেক দল জেলায় আক্রান্ত কর্মীদের পাশে। কুণাল ঘোষের দাবি, এটাই সমান্তরাল লড়াই। চার দফা দাবিতে সরব হয়েছেন বিধায়করা; সন্ত্রাসে আক্রান্তদের সুরক্ষা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ এবং জ্বালানির দাম কমানো।

মঙ্গলবার কালীঘাটের বৈঠকে নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিধায়কদের ক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। হকার ইস্যুতে সিপিএম রাস্তায়, অথচ তৃণমূল কেন চুপ; প্রশ্ন উঠেছিল ঘর থেকেই।

সম্পাদকীয়

পালাবদলের জের, বীরভূমের পাথর শিল্পাঞ্চল থেকে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করল রাজস্ব

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই বীরভূমের পাথর খাদান থেকে সরকারি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এক লাফে তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বিগত ১৫ বছর ধরে বীরভূমের পাথর শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব কোনও এক বেসরকারি সংস্থা আত্মসাৎ করেছে। যার পেছনে হাত ছিল পূর্বতন সরকারের। এই দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে যেভাবে সরকারি রাজস্বের অঙ্ক বেড়েছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার কত কোটি টাকার রাজস্ব খুইয়েছে সরকার। আর এভাবেই দিনের পর দিন চলেছে। বীরভূমের গ্রাউন্ড রিয়েলিটি বলছে, বীরভূম জেলায় খাতায়, কলমে প্রায় ২৫০টি অবৈধ পাথর ভাঙার মেশিন বা ক্রাশার রয়েছে। এই সব ক্রাশার থেকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পাথর পাচার রুখতে পূর্বতন তৃণমূল সরকার ডিসিআর বা ডুপ্লিকেট চালান রিসিট ব্যবস্থা চালু করেছিল। জেলার মুরারই, নলহাটি, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর ও মহম্মদবাজার মিলিয়ে মোট ৯টি ডিসিআর চেক গেট রয়েছে। পুরনো সরকারের আমলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি বেসরকারি সংস্থা এই গেটগুলো থেকে টাকা আদায় করত। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা পড়ত মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। পরে বিজেপির আন্দোলনের চাপে পড়ে তৃণমূল সরকার নড়েচড়ে বসে। বাড়ানো হয় নজরদারি। তখন দৈনিক আদায় বেড়ে হয় ৭০ লক্ষ টাকার আশপাশে। পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।এরপরই পুলিশ, পরিবহন, ভূমি রাজস্ব দফতর এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের যৌথ তদারকিতে ডিসিআর আদায়ের ওপর কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, বৈধ ডিসিআর ছাড়া পাথর বোঝাই গাড়ি ধরা পড়লে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। আর এতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। প্রথম দিন ১৭ মে রাজস্ব আদায় বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় দিন ১৮ মে তা আরও বেড়ে হয়েছে, ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। যা ইঙ্গিত, তাতে দৈনিক রাজস্ব আদায় খুব দ্রুত ৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

শব্দছক ১৬৬

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. দেব-দেবীর মূর্তি ৩. সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ৫. করুণাকারী ঈশ্বর ৬. বায়স ৭. ননী ৯. লতিয়ে চলে যা ১০. অদ্ভুত ১২. প্রচারকারী ১৪. জননী ১৫. ভাগের অংশ ১৭. অবুঝ ও গোল সৃষ্টিকারী ১৮. শৃঙ্খল
ওপর-নিচ: ১. দীপ্তি ২. মত্ততা ৩. চলা ৪. রৌপ্য ৬. অমঙ্গলসূচক পেচক ৮. শব্দহীনতা ১১. পুঞ্জিকৃত অর্থাঙ্ক ১২. জ্বালা ১৩. খোঁপা ১৬. কপট

সমাধান ১৬৫ — পাশাপাশি: ১. ফুলিশ ৩. বদনাম ৬. রঞ্জন ৭. মাহ ৮. চারণ ১০. দেনা ১২. রক্ত ১৩. অবিচার ১৫. জলঢাকা ১৭. রানী ২০. বকা ২১. বাবর ২২. বীর ২৪. খানিক ২৫. রণবাদ্য ১৬. লভ্যতা
ওপর-নিচ: ১. কুলাচার ২. শরণ ৩. বনসেবিকা ৪. নামা ৫. মহড়া ৯. রক্তজ ১১. নাচা ১৩. অঢাকা খাদ্য ১৪. রবাব ১৬. লব ১৮. নীরবতা ১৯. কবীর ২১. বাকল ২৩. রণ

আজকের দিন

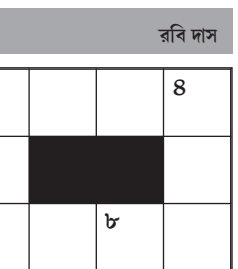

■ **১৯০৪** — প্যারিসে ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) প্রতিষ্ঠিত হয়।
■ **১৯২৭** — চার্লস লিন্ডবার্গ আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রথম বিরতিহীন একক ফ্লাইট সম্পন্ন করেন।
■ **১৯৯৪** — সুস্মিতা সেন প্রথম মিস ইউনিভার্স খেতাব অর্জন করেন।

জন্মদিন

১৯২১ *বিশিষ্ট দার্শনিক প্রভাত রঞ্জন সরকারের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সুজয় ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮০ *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সুজয় ঘোষ

(বাস) তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই ...

শান্তনু রায়

কর্মস্থলে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সকাল-বিকেল অপর্যাপ্ত প্রায় অমিল সরকারি বাসের জন্য সাধারনের উদ্গ্রীব অপেক্ষাকিংবা হতাশ হন্যে হয়ে ছোটাছুটি এই মহানগরীর এখন নিত্যদিনের ছবি। তাদের হতাশারই এক অভিব্যক্তি হতেপারে শিরোনামটি।

একটি আধুনিক শহরে সুষ্ঠ গণপরিবহন ব্যবস্থাপনা সুস্থায়ী উন্নত নগরায়নের মূল ভিত্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের এই মহানগরীর গণপরিবহন ব্যবস্থা ক্রমশ বেহাল হতে হতে এখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মুখে যা পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের আশু বিচার্য বিষয়। আগের জমানায় রাজ্যের শাসকদলের শিক্ষা,স্বাস্থ্য,র্যা শনব্যবস্থা,সরকারিচাকরিতেনিয়োগ- প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতি এবং সর্বোপরি পুলিশকে দলদাস করার অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। যদিও আইন শৃঙ্খলারক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে চরম ব্যর্থতাআড়াল করতেসব সময় কেন্দ্রীয় শাসকদলকে জুজু প্রতিপন্ন করে রাজত্ব চালিয়ে গেছে 'বাঙালি অস্মিতা'র ভাওতা দিয়ে।এবংসেই সুযোগে চলেছে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ।

কিন্তু যে ব্যাপারটা সাধারনত আলোচনায় আসেনি সেরকম একটি বিষয় হল এই মহানগরীর গণপরিবহন ব্যবস্থার দুঃসহ বেহাল অবস্থা যাতে অতিষ্ঠ জনসাধারণ। যার শুরুয়াত খুব সন্তর্পণে ও ধীরে শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলের শেষের দিক থেকে। বলা চলে ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পনা করে গণপরিবহনকে বেহাল করার ক্রমাগত অপচেষ্টা চলছিল প্রাইভেট বাস মালিকদের স্বার্থে , সরকারি নিয়ন্ত্রনের বাইরে এক সমান্তরাল ব্যবস্থাকে মদত দিয়ে। হয়ত নয়ের দশকে উদারীকরণের হাওয়ায় জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা থেকে প্রশাসনের অভিমুখ পরিবর্তনের একটা বিষময় ফল। যদিও এদেশেরই অন্য রাজ্যের মহানগরে গণপরিবহনের হাল এতটা শোচনীয় নয়।সেসব অনেক রাজ্যে কিন্তু সাধারন বাসের ন্যুনতম ভাড়া এ রাজ্যের থেকে বেশি নয়। আন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তামিলনাড়ুতে প্রথম চার কিলোমিটারের জন্য সাধারণ বাসে ভাড়া ৪ টাকা, কর্ণাটকে ৫টাকা,কেরালায় ৮ টাকা, দিল্লিতে ৫ টাকা এবং মহারাষ্ট্রে বেস্ট এর বাসে ঋতু অনুযায়ী ১০ বৃদ্ধির পর ন্যুনতম ভাড়া ১০ থেকে ১২ টাঁকা।এই শহরের যারা প্রবীন অধিবাসী তাঁদের অনেকের হয়ত স্মরণে আছে একটা সময় শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল সরকারি বাস ও ট্রামের উপরই। তখন যাত্রীপরিবহনে প্রাইভেট বাসের মহানগরীর মধ্যে চলাচল খুবই নিয়ন্ত্রিত ছিল।সেটা ষাটের দশকের কথা ।তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী কয়েকটি প্রাইভেট বাসের মালিক এ অভিযোগও সংবাদপত্রে স্থান পেত। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে।গণপরিবহনে সরকারি বাসের গুরুত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল এবং বিশ্বায়নের দশক দুই আগে থেকেই অধিক সংখ্যায় প্রাইভেট বাসও নগরের গণপরিবহনের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হতে থাকে । ফলত প্রাইভেট বাসমালিকদের রমরমার সাথে দরকষাকষির ক্ষমতাও প্রভাব বাড়তে থাকে। তবে হ্যাঁ,বিভিন্ন ধরনের সরকারি বাসও অনেক চলত বিশ্বায়নের হাওয়া লাগার পরেও। ইতিমধ্যে নবউদ্ভাবিত মিনিবাসও এ শহরের গণ পরিবহনে যুক্ত হয়েছিল।

বর্তমানে এ মহানগরের রাস্তায় অবশ্য প্রয়োজনে এসি সরকারি বাস কিছু দেখা গেলেও সাধারণ সরকারি বাসের দেখা মেলা অনেকটা লটারি পাওয়ার মত।গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (এক সময় ছিল ২০ মিনিট) সরকারি বাস ছাড়ার রেওয়াজটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি অফিস টাইম এও নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে এস বাসও (যা কুলীনতা হারিয়ে সাধারন বাস)পাওয়া দুরুহ।অফিস যাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতে থাকেন কখন একটা সরকারি বাসের দেখা মিলবে।কিছু রুটে সকালে ও বিকেলে নির্দিষ্ট সময়ে নবান্নমুখী একটি বা দু'টি বাস চলে।কিন্তু তারপরে কোন কাজে নবান্নএ যেতে সরাসরি বাস নেই অথচ কি 'মহৎ' উদ্দেশ্যে সকলের কষ্ট বাড়িয়ে কার বিলাসিতা ও খেয়াল চরিতার্থ করতে মহাকরণ থেকে রাজ্যপ্রশাসনের সদর বা মুখ্য অফিস নবান্নে স্থানান্তরিত হয়েছিল তার সদুত্তর অধরা।

যাহোক ঘটনা হলো অনেক রুটেই সাড়ে সকাল দশটা/এগারোটার পরে সরকারিবাস আর থাকে না-কোন কোন ডিপোতে সেরকমই সময় সারণীও আছে ।জরুরি কাজে বেরিয়ে সরকারি বাসেরজন্য এক/দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব হয়না ; বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া দিয়ে অটো করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেতে হয় যা নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল। বিকেলে অবস্থা আরও খারাপ ।সারাদিন অফিস বা অন্যান্য কর্মস্থলে কাজের পর অবসন্ন অফিস- ফেরতা যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ নেই-চোখের সামনে দিয়ে পরপর এসি বাস চলে যায় কিন্তু সাধারন সরকারি বাসের দেখা নেই । অথচ প্রতিটি ডিপোতে গেলে দেখা যাবে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছে কত এস বাস । কিন্তু সেগুলো চালানো হয় না। ডিপো থেকে কখনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। কখনো বলা হত ওই বাস গুলো আর চালানো হবে না-কানাঘুষোও কিছু শোনা যেত। আবার বলা হয় সি এফ না করানোয় ওই গুলো ওভাবে পড়ে আছে। কিন্তু তার দায় কার সে কে জবাব দেবে।চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত ড্রাইভার কন্ডাক্টর দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। আগে যেখানে কমপক্ষে তিন থেকে চার ট্রিপ করতে হত এখন সেখানে এক ট্রিপ করেই ছুটি।ডিপোতে স্টার্টারের দেখা মেলা ভার। নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক পরিহিত চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্ত কিছু লোকজনদেরই মেলে স্টার্টারের ঘরে কিংবা চত্বরে। কখন বাস মিলবে জানতে গেলে সদুত্তর মেলে না কিংবা দাঁড়ানো এসি বাসকেই দেখিয়ে দেওয়া হয়।এস ১০ এ'র মত দু একটি রুট ছাড়া আর কোন রুটে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাস চলে না । অনেক রুটেই বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই এ সি বাস ছাড়া সরকারি বাস আর পাওয়া যায় না ।ডিপোগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেই প্রকৃত অবস্থা মালুম হবে। বর্তমান গড়িয়া অঞ্চলের দুটি ডিপো থেকেই হাওড়াগামী সরকারি বাস বেলা এগারোটার পর সাড়ে বারোটা ।তারপর দুটোয় অর্থাৎ দেড় ঘন্টা ব্যবধানে এবং দেখা যায় তাও সে বাস গুলি ছোট বাস ভেতরে দাঁড়ানোর অপরিসর জায়গা-দেড়ঘন্টা ব্যবধানে চললে কি পরিমান ভীড় হতে পারে সহজেই অনুমেয়।অথচ ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকা বড় বাসগুলি কিন্তু চালানো হয় না। প্রবীণ কোলকাতাবাসীর অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন এক সময় পর্যন্ত (৮/৯ এর দশক)৫ ও ৬ নম্বর রুটে কি পরিমান সরকারি বাস অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চলত যা অন্য রুটের যাত্রীদের আলোচনার বস্তু ছিল। আর এখন কি দৈন্য দশা!

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে কোলকাতায় তো অনেক বেসরকারি বাস চলে, তাহলে সরকারি বাসের জন্য এত পথ চেয়ে থাকা কেন? এর একটা কারণ তো বটেই সরকারি বাসে অনেক তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছনো যায় যা অফিসমুখো বা নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেন ধরতে খুবই উপযোগী। কিন্তু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাসভাড়া বিষয়ে আগের সরকারের চতুর ও জনবিরোধী পদক্ষেপ।

সাধারণ বাস তুলে দিয়ে সংশ্লিষ্ট রুট নম্বরের আগে 'এস' লাগিয়ে সব বাস স্পেশাল বাস করা হল একটাকা করে বেশি ভাড়া নেবার কৌশলে যদিও কি বিশেষত্বের কারণে ঐ বাড়তি ভাড়া তা কেউ জানে না ।তারপরে গত কয়েক বছর থেকে 'মা মাটি মানুষের' সরকারের সৌজন্যে যাত্রীদের পকেট নতুন করে কাটার জন্য রাঙ্গ স্তায় নামানো হল অনেক বেশি ভাড়ার অধিক সংখ্যক এ সি বাস যেগুলি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়েই চলতে লাগল এবং ক্রমে এস বাসও কমতে লাগল, সাধারণ সরকারি বাস তো কবেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৮র পর সরকার বাসভাড়া না বাড়ালেও কোবিডের সময় থেকে কোবিডের অজুহাতে প্রাইভেট বাসমালিকদের সংগঠন নিজেদের ইচ্ছামত ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন সরকারি প্রশ্রয়ে ।অন্যদিকে বাসের ভাড়া সরকার না বাড়ালেও সাধারন সরকারি বাসের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে ঠেলে দেওয়া হল বেসরকারি বাসের দিকে, যে বাসের ভাড়া বাসমালিকরা ইচ্ছামত নিজেরাই বাড়িয়ে নিয়েছেন কোভিডের সময়ে।

অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে প্রথমবার লকডাউনের সময় সরকারি নির্দেশে বাসচলাচল কিছুদিন বন্ধ থাকার কারণে বাস মালিকরা সরকারের কাছে আবার বাস চালানোর দাবি জানিয়েছিলেন।সরকার তারপর নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে বাস চালানোর অনুমতি দিলে তারা যাত্রীকমের অজুহাতে ভাড়া বাড়ানোর দাবি করেন।সরকার সে দাবি না মানলেও তারা নিজেরাই প্রতিস্টেজে এক/দু' টাকা করে বাড়তি ভাড়া আদায় করতে থাকেন,সরকারের বাসপ্রতি দিনে থোক ভর্তুকি দেবার প্রস্তাব খারিজ করে, যদিও তখন কিন্তু পেট্রল কিংবা ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি।প্রশাসন তখনও দেখেও না দেখার ভান করেন। এরপর ক্রমে যাত্রীসংখ্যার নিয়ন্ত্রন উঠে গেলেও এবং বাদুরঝোলা হয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করলেও মালিকরা কিন্তু নিজেরাই আবার একবার ভাড়া বাড়িয়ে নিলেন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়িয়ে দিয়েবাস মালিকদের নিজেদের খেয়াল খুশি মত কোন ভাড়ার তালিকা প্রস্তুত না করেই এই বেশি ভাড়া নেওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম কোন কোন যাত্রী প্রশ্ন করলেও কন্ডাক্টরের মেজাজ ও যাত্রীকে বাস থেকে নেমে যাওয়ার হুমকির দেওয়ার মত দূর্ব্যবহারের কারণে গা-সওয়া করে নিতে বাধ্য হওয়ায় এক অন্যায় ও অরাজকতা চলে আসছে।মাঝে মধ্যে কিছু বিবৃতি দিলেও কার্যকরি কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশাসনিক সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন ছিল ।

বস্তুত এখন প্রাইভেট বাসে কোন ভাড়ার চার্ট না থাকলেও ২০১৮ এর জুন মাসের নোটিশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাধারন সরকারি বাসে ৪ কিমি পর্যন্ত ভাড়া ৭ টাকা, ৪ কিমি থেকে ৮ কিমি পর্যন্ত ৯টাকা,৮ কিমি থেকে ১২ কিমি পর্যন্ত ৯টাকা এবং ১২ থেকে ১৬ কিমি ১০টাকা এবং সরবোচ্চ দূরত্ব ২৪ কিমি পর্যন্ত ভাড়া হচ্ছে ১২ টাকা। সরকারিভাবে এ ভাড়ার হারের কোন পরিবর্তন না হলেও এখন কোন প্রাইভেটবাসের কন্ডাক্টারের কাছেই সাত বা ন'টাকার টিকিট থাকে না। থাকে ন্যুনতম দশ টাকার টিকিট-এরপর বারো,পনেরো ইত্যাদি।অর্থাৎ প্রথম স্টেজের জন্য সাতের বদলে দিতে হচ্ছে দশ,তার পরে নয়ের জায়গায় কোথাও দিতে হচ্ছে বারো কোথাও পনেরো কারণ ৪৫/এ/বি ও ১/এ এর মত কিছু রুটে আবার ন্যুনতম দশের পরই পনেরো। প্রশাসনের নাকের ডগায়ই এ জুলুম চলছে সাধারনের অসহায়তা আর প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে। বস্তুত আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রাইভেটবাসে বেআইনিভাবে বাড়তি ভাড়া নেওয়া চলে আসছে তৎকালীন জনবিরোধী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে।

তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী ২০২৩ সালের মে মাসে একবার বাস মিনিবাস মালিকদের সরকার অনুমোদিত ২০১৮ সালের ভাড়ার তালিকা টাঙ্গানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন , যেহেতু অভিযোগ উঠেছিল পরিবহন দপ্তর কর্তৃক নির্দ্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়ার।আসলে অভিযোগ নয় বাস্তবেই অন্যায়ভাবে বেশিভাড়া নেওয়া হচ্ছিল এখনও তাই চলছে।কিন্তু ওই নির্দেশই সার ।বাস মিনি বাস মালিকরা বেপরোয়া ভাবে ভাড়ার তালিকা না টাঙ্গিয়ে বেশি ভাড়া আদায় করে চলেছে ।সরকারও দেখেও না দেখার ভান করত।দলীয়স্বার্থে সরকারি প্রশ্রয়েই বাস মালিকদের এমনটা পোয়াবারো। মাঝে মাঝে কখনও কোন সংবাদ পত্রে হয়ত প্রতিবেদন বের হয়েছে 'নিয়ম ভেঙে বেশি ভাড়া নিচ্ছে বাস...' জাতীয় । আর মন্ত্রী মহোদয় বাসভাড়া বেশি নিলে যাত্রীদের থানায় যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । আসলে অপ্রিয় প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়াতে ভুক্তভোগী যাত্রী সাধারণের উপর সব দায় চাপিয়ে দিতে ছিল সে নিদান ।যেন ইচ্ছেমত বেশিভাড়া নেওয়ার ঘটনা সরকারের অজানা এমন ভনিতায় যদিও সরকার বাসভাড়া না বাড়ালেও সব প্রাইভেট বাস,মিনিবাসই যে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার পরিবর্তে নিজেদের খেয়ালখুশি মত বর্ধিত হারে ভাড়া আদায় করছে দীর্ঘকাল যাবৎ - আগের সরকারের কাছে এ তথ্য না থাকার কোন কারণ ছিল না । কোন প্রাইভেট বাস বেশিভাড়া নিচ্ছে কিনা তা একটু সদিচ্ছা থাকলেই জানা যেত ,ব্যবস্থাও নেওয়া যেত।কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে এযাবৎএ বিষয়ে কোন সরকারি পদক্ষেপ হয়নি। আর নাগরিক সমাজের যাদের নিজের দু চাকা বা চা চাকা আছে তাদের এতবড়ো অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে কোন হেলদোল থাকবে না এ হয়তো স্বাভাবিক আজকের এ আত্মসর্বস্ব সমাজে ।বাস মালিকরা নিজেদের সিদ্ধান্তমত এই অস্বাভাবিক বর্ধিত ভাড়া আদায়ের অজুহাত হিসেবে জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধির কথা প্রায়শ বলেন,যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের করহ্রাসের ফলে (যদিও তৎকালীন রাজ্য সরকারের এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মনে হয়নি) লিট্রা প্রতি প্রায় দশ টাকা মূল্যহ্রাসের কোন প্রভাব এই গায়ের জোরে বাড়তি ভাড়া আদায়ে পড়েনি।

অটোর ভাড়াও অটো ইউনিয়নগুলিই নিজেরাই ঠিক করে, সরকারি অনুমোদনের পরোয়া না করে।প্রশাসনও না দেখার ভান করে ।আর ইউনিয়নগুলিও চায় না সরকারের ভাড়া নির্ধারণের ব্যাপারে কোন ভুমিকা থাক। কিন্তু সুস্থ প্রশাসনের স্বার্থে বেসরকারি বাস ও অটোর রুট এবং ভাড়া নির্ধারনে সরকারের অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকা উচিত ।

দুঃখের বিষয়, করোনাকালে অনেক মানুষের আর্থিক সামর্থ্য ও ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলেও বাসমালিক ও কর্মচারীরা এবং অটোচালকরাও নিজেদের লাভের কথাটাই('লস' উশুল করে নিতে হবে না!-অটো ইউনিয়নের এক নেতার উক্তি)ভাবছেন সহ-নাগরিকদের প্রতি নির্মম হয়ে এবং গণপরিবহনের ন্যুনতম দায়িত্ববোধ অস্বীকার করে,প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে।কিন্তু গণপরিবহনে বাস মালিকরা কোন অজুহাতে এভাবে তাদের ইচ্ছামত ভাড়া বাড়াতে পারেন না এবং সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা না টাঙ্গিয়ে বাস পথে নামাতেই পারেন না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাস্তবে এব্যাপারে যেন এক সমান্তরাল প্রশাসন চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ।সরকার না চাইলে এমনটি হতেই পারত না।কিন্তু সদ্য বিদায় নেওয়া সেই সরকার সাধারন মানুষের সাথে সুচতুর প্রতারণা করেছে একদিকে আনুগত্য আদায়ে ভাতা বা ডোলের প্রলোভনদেখিয়ে অন্যদিকে প্রাইভেট বাসে কাটমানির মতো বেআইনিভাবেসাধারনের পকেট কেটে বাড়তি 'ভাড়া' আদায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে। অনেকের হয়ত স্মরণে থাকবে পঞ্চাশের দশকে(১৯৫৩) এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কি লঙ্কাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল ট্রামে আগুন ধরিয়ে।১৯৬৪-য়ওট্রাম বাসের এক পয়সা করে প্রস্তাবিত ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলির জনসভা ও গণঅভিযানহয়েছিল ।বামফ্রন্টের শাসন কালে এ রাজ্য এমন এক পরিবহন মন্ত্রী পেয়েছিল যিনি জ্বালানী তেলের দাম যখনই যতটুকু বাড়ুক না কেন বাসমালিকরা দাবি করার আগেই সোচ্চারে ঘোষণা করে দিতেন বাস তো জলে চলে না(যেন বাকী রাজ্যবাসীর একথা অজানা ছিল) অতএব বাসের ভাড়া বাড়াতে হবে।আসলে তখন থেকেই শাসক দলের সঙ্গে বাস মালিক সংগঠনের দহরম মহরম এবং গোপন দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কের (অন্যতম নিদর্শন শাসক দলের মিটিং মিছিলে লোক আনার জন্য রুট খালি করেও বাস সরবরাহ) শুরুয়াত । সেই ট্রাডিশন শুধু সমানে চলে আসছে না আরও নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে গত জমানায়। আর 'বামপন্থী' দলগুলিও মুখে সাধারণ মানুষের জন্য দরদ দেখালেও গত পাঁচ বছর ধরে সরকারি মদতে চলা এই অন্যায়অনৈতিক ব্যবস্থাজনিত সাধারণের জলন্ত সমস্যার বিষয়ে কোন প্রতিবাদ আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে করেনি ।

ফিরে আসি গোড়ার কথায়। অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আসীন রাজ্যের নতুন সরকার গঠনে গভীর তমসার শেষে বহু ইপ্সিত সূর্যোদয় ঘটেছে।এই সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেজন্য তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ । বিগত জমানার দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনকে ঝেটিয়ে বিদেয় করে জনমুখী করতে অনেক কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হতে পারে।ইতিমধ্যেই গত সরকারের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর যে বিপুল বৈভবের সন্ধান পেয়েছে প্রশাসন অন্য একটি ব্যাপারে সম্প্রতি তদন্ত করতে গিয়ে তাতে সবাই তাজ্জব। অতএব সেই প্রেক্ষিতেও গণপরিবহন ব্যবস্থায়ও অব্যবস্থা ঘটিয়ে গত জমানায় কোন বড় মাথার পরিকল্পনা ও মদতে কোন ঘোটালা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে নতুন সরকার বিশেষ তদন্তের কথা ভেবে দেখতে পারেন।

ইতিমধ্যেই অবশ্য রাস্তায় সরকারি বাসের অপ্রতুলতার বিষয়টি এই সরকারের নজরে এসেছে বলে জানা গেছে।নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে নতুন মন্ত্রীসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের নিখরচায়যাত্রায়াতের ব্যবস্থা আরম্ভ হলে সরকারি বাসে যাত্রী সংখ্যার চাপ আরও বাড়বে। আশা করা যায় সে ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ শীঘ্রই নেওয়া হবেএবং ভাড়ায় এই মুকুবের দরুন অন্যযাত্রীদের উপর বাড়তি ভাড়ার চাপ না পড়ে সেও খেয়াল রাখা হবে ।

পরিশেষে, রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আগের জমানায় বিভিন্ন অজুহাতে প্রাইভেট বাসমালিকদের যাত্রীদের উপর বেআইনিভাবে বাড়তি ভাড়াচাপানোর দরুন চলতি দু'রকম ভাড়ার পদ্ধতি খারিজ করে ২০১৮ সালের ভাড়ার তালিকার ভিত্তিতে বাসভাড়া পর্যালোচনা করেএকটি স্বচ্ছ যুক্তিযুক্ত ও যাত্রীবান্ধব নতুন ভাড়ার তালিকা প্রস্তুত হোক যাতে ইতিমধ্যে বেআইনী ভাবে বাড়তি ভাড়া চাপিয়ে যাত্রীদের পকেটকাটার যে ব্যবস্থা চলছিল তা যেন আশু রদ হয়।

চর্চাবাসর ১৫৪

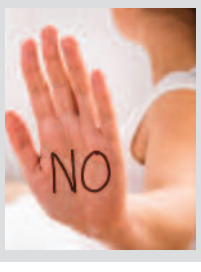

বাংলা 'চুনোপুঁটি' শব্দটির কোনো একক প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক মূল (Root) নেই; এটি মূলত দেশি শব্দ (Desi word) এবং মাছের নাম থেকে তৈরি একটি যৌগিক শব্দ। চুনা চুনা (বা চুনো) শব্দটি এসেছে সংস্কৃত চূর্ণ (গুঁড়ো বা অতি ক্ষুদ্র) শব্দ থেকে। পুঁটি (Puntius) হলো একটি অতি পরিচিত ছোট আকারের দেশি মাছের নাম। বাংলা সাহিত্যে এটি বাগধারা। সমাজ বা প্রতিষ্ঠানে যাদের গুরুত্ব নেই, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন বা নগণ্য সাধারণ মানুষকে বোঝায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বারবার অর্থ বরাদ্দ হলেও হয়নি নির্মাণ

অবশেষে তৃণমূলের কার্যালয়কেই আইসিডিএস সেন্টারে পরিণত করলেন হাড়োয়ার বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: বারবার অর্থ বরাদ্দ হলেও তৈরি হয়নি আইসিডিএস সেন্টার। অবশেষে পালাবদলের পর সরকারি জায়গায় থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিসকেই আইসিডিএস সেন্টারে পরিণত করলেন বিজেপি নেতৃত্ব।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত সদরপুর গ্রামে অবস্থিত ১৫০ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার, যেটি ২০২০ সালে আম্ফান ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তারপর বারবার প্রশাসনকে জানালেও সমাধান হয়নি। এমনকী কয়েকবার ওই আইসিডিএস সেন্টার পুনর্নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়, কিন্তু সেই টাকায় পুনরায় নির্মাণ হয়নি আইসিডিএস সেন্টারের। পুরানো ওই ভাঙাচোরা সেন্টারের মধ্যেই ফ্যান, লাইট ছাড়া বাচ্চারা খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করতেন। এমনকি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও খুব দুর্ভোগের মধ্যে ওই সেন্টারটি চালাতেন। অথচ আইসিডিএস সংলগ্ন সরকারি জায়গাতে জোরপূর্বক তৃণমূল পার্টি অফিস তৈরি করে। এদিকে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তৃণমূলের ওই পার্টি অফিসটি গ্রামবাসী এবং বিজেপি নেতৃত্ব দখল করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। তারপর সেখানে বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। এবার সেখানে আলো পাখা ও মাথায় ছাদ থাকায় শিশুরা সুরক্ষিত হল। বিজেপি নেতৃত্বের ব্যতিক্রমী এই ব্যবস্থায় বেজায় খুশি আইসিডিএস সেন্টারের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। পাশাপাশি খুশি এলাকার অভিভাবকেরাও।

দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শিল্পনগরী দুর্গাপুরে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। শহরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে পাঁচ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সরকারি পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প প্রসার ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সভাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভিআইপি নিরাপত্তা ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই সৃজনী প্রেক্ষাগৃহ চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি। ইতিমধ্যেই শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী দিনের প্রশাসনিক রূপরেখা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বিজেপি কর্মীর দোকানে অগ্নিসংযোগ

পাল্টা তৃণমূল উপ-প্রধানের দোকান ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: বিজেপি করার অপরাধে দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগের তির তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে তৃণমূলের উপ-প্রধানের দোকান ভাঙচুর করলো বিজেপি কর্মী, সমর্থক ও বাজারের ব্যবসায়ীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার হাসনাবাদ থানার বাইলানি বাজার এলাকায়। নিতাই দাস নামে এক বিজেপি কর্মীর এই বাইলানি বাজারে একটি বড় দোকান ছিল। মঙ্গলবার গভীর রাতে সেই দোকানে আগুন ধরে যায়। এলাকার মানুষ বুঝতে পেরে চিৎকার চেঁচামেচিতে একত্রিত হয়ে গ্রামবাসীরা জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করে কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফলে যায়। দোকানটি পুরো আগুনে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

নিতাই দাস ও তাঁর পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দাবি, মঙ্গলবার তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে বিজেপির কর্মী, সমর্থকদের একটা কথা কাটাকাটি হয় এবং উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ এসে ঘটনা সামাল দেয়। তারপরেই রাতে নিতাই দাসের দোকানে আগুন। তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শহিদুল শেখ ও তার দলবলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দোকানে আগুন ধরানোর। ঘটনার পর থেকেই শহিদুল শেখ বাড়ি ছাড়া। নিতাই দাস-সহ বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং বাজারের অন্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নেতৃত্বে এই আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটেছে। এরপর সকাল থেকে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ আন্দোলন। বাজার বনধের ডাক দেয় বিজেপি কর্মী এবং ব্যবসায়ীরা। এরপর বিজেপি কর্মী ও ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে উপপ্রধান শহিদুল শেখের দোকানপাট ভাঙচুর করে। এরপর বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার বারাসাতের তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গ্রেপ্তার করা হল বারাসাতের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা বারাসাত পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা অরুন ভৌমিককে। বুধবার সন্ধ্যায় তাকে বারাসাত থানার পুলিশ তার বারাসাতের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ২০২১ সালে এবং তার পরবর্তী সময় মারধোর, হুমকির নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তার এই গ্রেপ্তারে খুশির হাওয়া বিজেপি কর্মীদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অত্যন্ত স্নেহধন্য হওয়াতে তার পরাক্রম ছিল আকাশচুম্বী। বারাসাত পুরসভার পুরপিতা-সহ প্রাক্তন বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এই নেতার বিরুদ্ধে হুমকি ও কথায় কথায় মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল ছিল বারবার। এমনকি তার অনুগামী নয় এমন তৃণমূল নেতা কর্মীরাও তার কাছে বহুবার মার খেয়েছেন বলে অভিযোগ ছিল। শুধু তাই নয় বাদ যায়নি সিভিক ভলান্টিয়ারেরাও। এছাড়াও বারাসাতের বিভিন্ন জমি, বাড়ি জোরপূর্বক দখল করারও অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। তার ওয়ার্ডে জমি কিনলে বা বাড়ি তৈরি করলে দিতে হল মোটা টাকা। বারবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়াতে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভ ছিল। অরুন ভৌমিকের মত ত্রাসের গ্রেপ্তারের কথা চাউর হতেই খুশির হাওয়া বারাসাত জুড়ে বলেই দাবি বিজেপির।

ইস্যু ভোট পরবর্তী হিংসা

বীরভূমের পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ জেলা তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূমে দখল হওয়া পার্টি অফিস ফেরত ও ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর দাবি জানিয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের ছয় প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বোলপুরের সংসদ অসিত মাল, রাজ্যসভার সংসদ শামিরুল ইসলাম, প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রতিনিধি দলের পক্ষে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, '৪ মে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই জেলায় জেলায়, ব্লকে অঞ্চলে, বুথে স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপরে যে আক্রমণ হয়, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা সেই আক্রান্ত কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। দল আগেও যেমন পাশে ছিল, বর্তমানে যেভাবে পাশে আছে, ভবিষ্যতেও সেইভাবেই পাশে দাঁড়াবে। অভিষেকের এই বার্তা পৌঁছে দিতেই আমরা ভোট পরবর্তী হিংসায় যারা বাড়ি ছাড়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে দেখা করছি।' প্রতিনিধি দলের অভিযোগ, বীরভূমের প্রায় ১৭টি পার্টি অফিস দখল হয়েছে এবং শতাধিক কর্মী ঘরছাড়া রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা পার্টি অফিসগুলি ফেরতের দাবি ও ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর দাবি করেছেন। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই নানুরে খুন হন তৃণমূল কর্মী। সেই খুনের আসামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল প্রতিনিধি দলের দাবি, অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী সাজা দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপির বহু কর্মী সমর্থক ঘরছাড়া হয়েছিলেন, খুন হয়েছিলেন শতাধিক। তাই এবার ২০২৬-এ পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে যাতে শান্তি বজায় থাকে তার আবেদন করেছেন। তারপরও রাজ্যের চিত্রটা পুরোপুরি বদলায়নি। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলেছেন এবং জেলায় জেলায়

প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। সেই প্রতিনিধি দলই বুধবার জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভয় দেখানো হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে আক্রমণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বহু ঘর বাড়ি ভাঙা হয়েছে, তৃণমূলের পার্টি অফিসগুলি দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় পার্টি অফিসের দলীয় পতাকা খুলে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছে। এমনকী বহু তৃণমূল কর্মীর দোকানপাট খুলতে দেওয়া হচ্ছে না, বহু কৃষক তাঁদের মাঠের ধান কাটতে পারছেন না। এমন একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে অবিলম্বে হিংসার রাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রতিনিধি দল মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বলেছেন, 'সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক এবং থানার ওসি বা আইসি এগুলি আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখনও ভয়ের পরিবেশ রয়েছে এলাকায়।' শুধু তাই নয় প্রতিমা মণ্ডলের অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা থানায় অভিযোগ দায়ের পর্যন্ত পারছেন না। প্রতিনিধি দলের সদস্য সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পুলিশ সুপারকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'রাজনৈতিক রং দেখে কাউকে ঘরছাড়া করা যাবে না। রাজনৈতিক রং এর বাইরে গিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' তাঁদের আবেদন, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও বলেছেন, বহু দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা বহু ধর্ম তিনি পছন্দ করেন, সেটা যেন নানুরে এসে পরিবর্তন হয়ে না যায়।' দলীয় কর্মীদের বাড়ির বাড়ি ফেরাতে না পারলে, দলীয় কার্যালয় তৃণমূলদের হাতে তুলে না দিলে বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা রাস্তায় নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

হরিপুরে বিধায়ক অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: নবনির্বাচিত বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ফিতে কেটে পাণ্ডেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের হরিপুরে এমএলএ অফিসের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনে বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। এই উপলক্ষে বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'আজ এমএলএ অফিস চালু হচ্ছে এবং এটি এলাকার মানুষের সেবা করার জন্য সর্বদা খোলা থাকবে। মানুষের সমস্যার সমাধান করাই তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' তিনি আরও বলেন, 'হরিপুরের পাশাপাশি উখরা সর্পী এলাকাতেও এমএলএ অফিস খোলা হবে, যাতে সাধারণ মানুষকে তাদের সমস্যা নিয়ে দূরে যেতে না হয় এবং তারা সহজেই সহায়তা পেতে পারেন।' এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বিজেপি সমর্থক ও স্থানীয় বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর কর্মীরা বিধায়ককে স্বাগত জানান এবং এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com, **Website:** www.somatextiles.com

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to SEBI circular No. HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026, titled "Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities" shareholders of the Company, holding shares in physical form are hereby informed that SEBI has opened a Special window for a period of 1 (one) year commencing from February 05, 2026 to February 04, 2027, to apply for transfer and dematerialisation ("Demat") of physical securities that were sold/purchased prior to April 01 , 2019, or for the transfer request(s) which were rejected / returned / not attended due to deficiency in documents, process or any other reason, may send the documents along with original share certificate(s) to the Company for processing. The shareholders are requested to refer to the aforesaid Circular available on the website of the Company before submission.

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
M. No.: A 53284

Place : Kolkata
Date : 20th May, 2026

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল
জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কর্তৃক ইস্যুকৃত দখল নোটিশ তারিখ ১৫.০৫.২০২৬, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতা ১. শ্রী প্রণবেশ সরকার, ২. শ্রীমতি প্রিয়া সরকার (দাস), এবং ৩. মেসার্স এস এইচ ইনফোটেক এর জামিনদত্ত সম্পদ/সম্পত্তি অবস্থিত উত্তরপাড়া কোৎরং এবং ভদ্রকালী, হুগলি এবং প্রকাশিত ১৬.০৫.২০২৬ তারিখে সংবাদপত্রগুলিতে নাম 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' (ইংরেজি) এবং 'একদিন' (বাংলা), এতদ্বারা প্রত্যাহার/বাতিল করা হল অব্যবহিতভাবে। ফলে, উক্ত দখল নোটিশ পরবর্তীতে কার্যকর থাকছে না।

স্বা/-
তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : চুঁচুড়া ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি.
(ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা ট্রাস্ট এর সম্পূর্ণ অধীনস্থ সংস্থা)
(পূর্বতন ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা প্রোজেক্টস (প্রা) লি.)

বালিভাসা টোল প্লাজায় সংশোধিত ব্যবহারকারী ফি(টোল) এর হার সম্পর্কিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
কার্যকর ২২.০৫.২০২৬ তারিখ সময় ০০:০০:০০ থেকে

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উল্লেখ্য পত্র নং 12040/Toll/NHAI/PIU(KGP)/2026-27/1376 তারিখ ১৯.০৫.২০২৬-এনএইচএআই এর অনুযায়ী সংশোধিত ব্যবহার ফি হাল এর অনুমোদন, পশ্চিমবঙ্গে বালিভাসা টোল প্লাজা কিমি ১৬+১৩০ থেকে কিমি ১২৯+০০০ পর্যন্ত এনএইচ-৪৯ (পুরানো এনএইচ-৬) চিচড়া-খড়গপুর সেকশনে চার লেনের ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত ফি **২২.০৫.২০২৬ তারিখ সময় ০০.০০ ঘ.** হিসেবে প্রযোজ্য হবে:-

ক্রম নং	ভেহিকেল ক্যাটাগরি	একক ভ্রমণের জন্য ফি (টা.)	একই দিনে ফেরত ভ্রমণের জন্য(টা.)	মাসিক ৫০ একক ভ্রমণের জন্য ফি (টা.)	বাণিজ্যিক ভেহিকেল প্লাজা জেলায় নথিভুক্ত (ন্যাশনাল পারমিট অধীনে যাতায়াতকারী ভেহিকেল ব্যতীত) (টা.)
১.	কার, জিপ, ভ্যান বা এলএমভি	৯৫	১৪৫	৩২০০	৫০
২.	এলসিভি, এলজিভি, বা মিনি বাস	১৫৫	২৩৫	৫১৭০	৮০
৩.	বাস বা ট্রাক (দুই অ্যাক্সেল)	৩২৫	৪৮৫	১০৮৩৫	১৬০
৪.	তিন অ্যাক্সেল বাণিজ্যিক ভেহিকেল	৩৫৫	৫৩০	১১৮২০	১৭৫
৫.	এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অ্যাক্সেল)	৫১০	৭৬৫	১৬৯৯০	২৫৫
৬.	বড় মাপের ভেহিকেল (সাত বা অধিক অ্যাক্সেল)	৬২০	৯৩০	২০৬৮০	৩১০

দ্রষ্টব্য : যেকোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন মেকানিক্যাল ভেহিকেল মাসিক অনুমতির হার অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নথিভুক্ত এবং টোল প্লাজা থেকে ২০ কিমি দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী ক্ষেত্রে ফি এর হার **৩৬০ টাকা** ২০২৬-২৭ সালের জন্য এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ (হার এবং সংগ্রহ এর নির্ধারণ) রুলস ২০০৮ সংস্থান অধীনে বার্ষিক ফি সংশোধন অধীন সাপেক্ষ।

যোগাযোগের জন্য ঠিকানা :
এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি.,
রেজি. অফিস : ইউনিট নং ৩২৫, চতুর্থ তল, ডি-২১, কর্পোরেট পার্ক, দ্বারকা, নিউ দিল্লি -১১০০৭৭
টেলি : ০১১-৪৫১২০৩৯৭, ইমেল : neppl@nhit.co.in

জাতি গঠন, কেবল সড়কই নয়

বালিকা সশক্তিকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ফারাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আরএলআই, পিটিএস-এ বালিকা সশক্তিকরণ অভিযান ২০২৬-এর উদ্বোধন করল। একমাসব্যাপী এই আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা, সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমে কন্যা শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করা। ১৭ মে থেকে ১৩ জুন ২০২৬ পর্যন্ত এই আবাসিক কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং সাহেবগঞ্জ জেলার ২৬টি বিদ্যালয়ের ১৩০ জন কন্যা শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এই আবাসিক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, আত্মরক্ষা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, নেতৃত্বদানের দক্ষতা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শিক্ষামূলক পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনটিপিসি লিমিটেডের পরিচালক (অর্থ) জয়কুমার শ্রীনিবাসন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনীতা জয়কুমার শ্রীনিবাসন (সংযুক্তা মহিলা সমিতি, এনটিপিসি লিমিটেড, নয়াদিল্লি), এনটিপিসি ফারাক্কার প্রকল্প প্রধান দেবব্রত কর এবং উদিতা লেডিজ ক্লাব, এনটিপিসি ফারাক্কার সভানেত্রী সৌম্যা কর। এনটিপিসি ফারাক্কার মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান অলোক কুমার রণবীর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন।

মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার, নৃশংসভাবে হত্যা স্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত দোলোরডাঙ্গা এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে মদ্যপ স্বামীর হাতে প্রাণ গেলো এক গৃহবধূর। পুলিশ মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত গৃহবধূর নাম কাজল মির্দে (২৮)। অভিযুক্ত স্বামী শ্যামল মির্দে (৩০)। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় একটি কালীপুজোর অনুষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত মদ্যপান করে বাড়ি ফেরে স্বামী শ্যামল। বাড়ি ফেরার পর কোনো একটি পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। বিবাদের একপর্যায়ে চরম ক্রোধেরবশে শ্যামল মির্দে ঘরে থাকা একটি ভারী বস্তু দিয়ে কাজল মির্দের মাথায় সজোরে আঘাত করে বলে অভিযোগ। মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন কাজল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দিলে জামালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত স্বামী শ্যামল মির্দে ঘটনার পরপরই এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ তাকে তৎপরতার সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মদ্যপ অবস্থায় পারিবারিক রাগের বশেই এই অপরাধ হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দারা এই নৃশংস ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

চন্দ্রনাথ খুনের ধৃত বিনয় রায়ের সিআইডি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: চন্দ্রনাথ খুনের অন্যতম অভিযুক্ত বিনয় রায়কে বুধবার বারাসাত আদালতে নিয়ে আসে সিআইডি। বিচারক তাকে সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে ৫ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে রাজকুমার সিংকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, বিনয় রায়কে বেনারস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২ ১০১
মোবাইল নং. ৭২০২৯৩২৮২৯
ই-মেইল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল, প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এই সম্পত্তিগুলি **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়", "যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না (ইএমডি.) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	১. আকসার মল্লিক, পিতা- প্রয়াত আনসার মল্লিক ২. আজামিরা বিবি স্বামী আকসার মল্লিক শাখা অফিস - রেয়াপাড়া	**আকসার মল্লিক -এর নামে** ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের টাইটেল ডিড নং আই-৩০৩, মৌজা আসাদতলা, প্লট নং ১৭৭৪, এল. আর. খতিয়ান নং ৪২৯১, জে.এল. নং ১৫২, এলাকা ১৪.৬২৫ ডেসিমেল এবং **আজমিরা বিবি -এর নামে** ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের ৭২০২৯৩২৮২৯ আই-৩০৪, মৌজা আসাদতলা, জে. এল. নং ১৫২, প্লট নং ১৭৭৪, খতিয়ান নং ৪২৯৩, এলাকা ১৪.৬২৫ ডেসিমেল। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK1600AKSHAR	ক) ০৩.০৪.২০২৫ খ) ১৮.২৭ লক্ষ টাকা গ) ৩০.০৭.২০২৫ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ২২,৮০,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ২,২৮,০০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	২২ জুন, ২০২৬ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	৩ জুন, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা	২২ জুন, ২০২৬ বিকাল ০৪:০০ টা	২২ জুন, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট https://baanknet.com/
ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল:- পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং +৯১৮২৯১২২০২২০, ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য- ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: বিডার / ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>= ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল :
আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২০.০৫.২০২৬, স্থান: বাঁকুড়া **অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN - L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪১,৪৬৮.০৮	৩৮,০৭৪.৩৪	১২৮,৯৯১.৬৯	১১৮,৮০৭.১৪
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৪,১৪৫.৯৩	২,৮৩৯.৫১	১৩,০৫৫.৮৪	৯,৭৩৭.৫৩
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,১৮৮.০৭	২,৪২৩.৫৫	৯,৭৩১.৪৯	৮,০০৬.৮৩
৪ বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩,২০৯.৩৯	২,২৭৫.০৭	১০,৯৪৭.১৬	৭,৪৬৫.৫৭
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)				
৭ শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* - মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.৫২*	১.৯৩*	৭.৭০	৬.৫৫

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৭,৩৮৪.৩০	৩৬,৮৯৬.৫১	১২২,৬২৭.৪১	১১৫,৯২৬.৪৯
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৪,৫৭৬.০৭	৩,৬৪৯.৮৫	১২,৯৮৬.৩২	১১,৫৯৪.৮২
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,৩২২.৯১	২,৭৪৬.৫৯	৯,৬৪৬.৩৫	৮,৮৫২.১৬
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩,২৯১.৩১	২,৭২৭.৮৯	৯,৬১৪.৭৫	৮,৮৩৩.৪৬

২ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখেব সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।

৩ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১০% হারে অর্থাৎ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ₹ ১.০০ করে তৃতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ অনুমোদন করেছেন। ফিজিক্যাল এবং ডিম্যাট উভয় রূপেই থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের জন্য রেকর্ড ডেট ২৬ মে, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৭.৫০% হারে অর্থাৎ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ₹ ১.৭৫ করে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদান করেছে। এই তৃতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ সহ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মোট লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ₹ ২.৭৫, যা শেয়ার প্রতি ₹ ১০ ফেস ভ্যালুর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২০ মে, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001342

পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূলের অন্দরেই তিক্ততার বীজ!

তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরব দলেরই একাধিক নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: নির্বাচনে গো-হারা হেরে যাওয়ার পর একের পর এক পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় হেভিওয়েট নেতা কর্মীরা, তাদের দলেরই প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে মুখ খুলছেন। পরোক্ষভাবেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূলের হারের পিছনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেই দায়ী করছেন দলেরই অধিকাংশ নেতাকর্মী। প্রথমবারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভোট গণনায় ব্যাপক অনিয়ম ও হিংসার অভিযোগ করেছেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, কারচুপির কারণে তিনি নির্বাচনে হেরেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, গণনা কেন্দ্রে তাঁর কাউন্টিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এলাকায় নেতা, কর্মীরা ঘর ছাড়া। তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে। অথচ তাঁর নিজের দলেরই তিন শীর্ষ নেতা এই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি বলেছেন, 'জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না, নরেনবাবু। এই সময় দলের নেতা, কর্মীদের পাশের না দাঁড়িয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা দিয়ে দলেরই নেতা, কর্মীদের বিপদে ফেলছেন আপনি।' আর এতেই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রসঙ্গে

পাণ্ডবেশ্বর থেকে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছেন, 'আমি এসব বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আমার এখন অগ্রাধিকার হলো এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর সুবিধা যেন জনগণের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করা।' তবে ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে প্রাক্তন বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, 'ছয় দফা গণনা শেষ হওয়ার পর ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মী ও সমর্থকরা টিএমসি-র গণনা এজেন্টদের ওপর হামলা করে এবং গণনা কেন্দ্র থেকে তাদের বের করে দেয়। পোস্টাল ব্যালট গণনার সময়ও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে টিএমসি এজেন্টদের ভয় দেখানো হয় এবং মারধর করা হয়।' এরপর প্রাক্তন বিধায়ক আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, 'নির্বাচনের পর ব্যাপক হিংসা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি টিএমসি কর্মী ও সমর্থককে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে এবং তাদের নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে।' অন্যদিকে, এ ব্যাপারে পাণ্ডবেশ্বরের টিএমসি ব্লক সভাপতি কিরীটি মুখার্জি সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে বলেন, 'নরেন বাবু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও এই যে বার্তা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গণনা কেন্দ্রে কোনও কারচুপি হয়নি। এমনকি পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ওপর সেভাবে কোনও আক্রমণ করা হয়নি।' প্রাক্তন বিধায়ক যেখানে তাঁর পরাজয়ের জন্য কারচুপি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন, সেখানে তাঁর গণনা এজেন্ট এবং পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি কিরীটি মুখার্জি এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। কিরীটি মুখার্জি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ করে প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগগুলি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিরীটি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'গণনার সময় কোনও ধরনের অনিয়ম বা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সতর্ক ছিল। পুরো প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে।' অন্যদিকে, জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী এবং প্রবীণ তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জি প্রাক্তন বিধায়ককে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'গণনা সুষ্ঠু ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিত্তিহীন মন্তব্য করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না। বরং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্যই দলের এই শোচনীয় পরাজয়। কারণ তিনি দলের নেতা কর্মীদের মানুষই মনে করতেন না। ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটাতে দলের বহু প্রবীণ নেতার কর্মীকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' অপরদিকে, ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা ছোড়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর ভিডিও বার্তায় সরাসরি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আক্রমণ করে বলেন, 'নরেন বাবুর ঔদ্ধত্য এবং দলের নেতা কর্মীদের প্রতি ঘৃণ্য আচরণ দলের সকলের মনোবল ক্ষুন্ন করেছে। আমাকেও অন্যায়ভাবে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে গুরুপ্রসাদবাবু মারাত্মক অভিযোগ তুলে বলেন, 'নরেনবাবু শুনুন 'আপনি যেভাবে সৎ ও একনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা কর্মীদের দূরে সরিয়ে গুন্ডা, বদমাইশদের নিয়ে সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন, তাতেই দলের ক্ষতি হয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক জেলা তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের ভিডিও বার্তায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। পরিশেষে প্রশ্ন উঠছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূলের এই শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে কী তাহলে ছিল দলেরই নেতা, কর্মীদের দমিয়ে রাখা ক্ষোভ? রাজনৈতিক মহলে জল্পনা দলেরই নেতা, কর্মীদের মনের মধ্যে থাকা ক্ষোভই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ন'টি আসনের মধ্যে সবকটি আসনেই তৃণমূলের পরাজয়ের কারণ।

মধ্যরাতে মেমারিতে চলল বুলডোজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশনের পর এবার মেমারি। মাঝরাতে চললো বুলডোজার। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একের পর এক ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান। রেলের জায়গায় জবর দখলকারীদের উঠে যাওয়ার জন্য গত ৩০ শে এপ্রিল নোটিশ দিয়ে রেলের তরফে জানানো হয়েছিল। ২ রা মে-এর মধ্যে রেলের জায়গায় থেকে দখলকারীদের উঠে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অন্যথায় রেলের তরফে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে নোটিশে জানানো হয়। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেওয়ার জন্য রেলের কাছে সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। ব্যাবসায়ীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮ই মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। রেলের বেঁধে দেওয়া সময় পার হতেই শুরু হয় উচ্ছেদ প্রক্রিয়া। বুধবার ১৯ মে রাতেই বর্ধমান,

শক্তিগড়, চন্দনপুর, ব্যাণ্ডেল ও হাওড়া থেকে আসেন আরপিএফ-এর আধিকারিকরা। বর্ধমান থেকে আসেন জিআরপি ও মেমারি থানার পুলিশ। রাত প্রায় ১১টা থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাতে না যায়, তার জন্য মোতায়েন থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। একে একে শুরু হয় ব্যাবসায়ীদের সরিয়ে নেওয়া দোকানের অবশিষ্ট অংশ ভাঙার কাজ। মাঝরাতেই চলতে শুরু করে ২টি বুলডোজার। মধ্য রাত পর্যন্ত চলে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া। মাঝরাতে ও মেমারি স্টেশনে দেখা যায় শুধুই নিরবতার ছবি। ব্যাবসায়ীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, তাঁরা কোথায় যাবেন, কী করবেন, কীভাবে তারা সংসার চালাবেন তা তাঁরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাদের দাবি, ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প কিছু ভাবুক রেল কর্তৃপক্ষ, তা না হলে অনাহারে তাঁদের মরতে হবে।

পানাগড়ের মাছ বাজারে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার সাত সকালে কাঁকসার পানাগড় বাজারে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সকালে মাছ বাজার খুলতে এসে ব্যবসায়ীরা দেখেন একটি মুরগির দোকানের বারান্দায় পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তি নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন ব্যবসায়ীরা। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃতের নাম গোপাল রায়। বয়স ৪৫ বছর। কাঁকসার ক্যানেল পাড়ের কোরা পাড়ার বাসিন্দা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি প্রচন্ড পরিমানে মদ্যপান করতেন। কিন্তু কিভাবে মৃত্যু তা জানা যায় নি। তবে দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। পাশাপশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে কাঁকসা থানার পুলিশ। বেলা বাড়তেই তদন্তের স্বার্থে দোকানের সামনে ঘিরে দেয় পুলিশ। কাঁকসার আইসি ও কাঁকসার এসিপি ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে মঙ্গলবার রাতে কাঁকসার মোল্লাপাড়ার এক যুবক নিজের টোটো নিয়ে বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় গোপাল তাঁর টোটোয় বসেছিল। বাজারের কয়েকজন শ্রমিক মোটা গ্রামে কারখানায় যোগ দিতে যাওয়ার জন্য ভাড়া যাওয়ার কথা বলে। সেইমত জনা চারেক যাত্রী নিয়ে টোটো চালক ভাড়া যায় কোটা গ্রামে। সাথে চালকের পাশেই বসেছিল গোপাল। কোটা গ্রামে যাত্রীদের নামানোর পরেই গোপাল টোটো থেকে পড়ে যেতেই তার খিঁচুনি শুরু হয়। শ্রমিকরাই একটি দোকান থেকে জল কিনে গোপালের মাথায় ঢালে। দুই পা ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে দেখে তার পা দুটো বেঁধে দেয়। কোনও মতে টোটোয় চালিয়ে তাঁকে পানাগড় নিয়ে আসে ওই টোটো চালক তথ্য মৃতের বন্ধু। গোপালকে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওই টোটো চালক পানাগড়ের মাছ বাজারে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরে বুধবার সকালে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই টোটো চালক নিজেই থানায় গিয়ে গোটা বিষয়টি জানান। সেই মত কাঁকসা থানার আইসি ও কাঁকসার এসিপি রাতের ঘটনা যারা যারা দেখেন তাদের সাথে কথা বলেন এবং সমস্ত প্রমান ও মঙ্গলবারের রাতের পানাগড় বাজারের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে খুন হওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবুও ময়নাতদন্তের পরেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

পুরানো ফাইল খুলতেই কপালে ভাঁজ আরামবাগের তৃণমূল নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনার ফাইল খোলা শুরু হতেই আরামবাগ মহকুমার তাবর তৃণমূল নেতাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেছে। বিগত কর্মের ফল ভুগতে হবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে। আর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গেরুয়া আবির মেখে রাস্তা নামলেও, কেউ পার পাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ বিভিন্ন থানা এলাকায় ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত দাগি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবতী হিংসা ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যেই। আরামবাগ মহকুমাও বাদ যায়নি। তৎকালীন সময়ে বহু বিজেপি কর্মী ঘর ছাড়া হওয়া থেকে শুরু করে মারধর করে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। এমন কি খুন করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এই সব হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা কর্মী ও তৃণমুল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আরামবাগ মহকুমার চারটি থানাতেই বিজেপি নেতা কর্মীরা অভিযোগ জমা করেছিল। কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল সরকার কোনও মামলা বা অভিযোগের সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি। দুষ্কৃতীরা ঘর ভাংচুর করে দিব্যি ঘুরে বেরাচ্ছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে সরকার তৈরি করে। এবার পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের কড়া নির্দেশ জারি হয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর যারা হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং যাদের নামে থানায় অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন। আরামবাগ মহকুমার চারটি থানাতেই তৃণমূলের হার্মাদ নেতাদের নামে বহু অভিযোগ জমা রয়েছে। বিশেষ করে ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাবার জন্য তাদের নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং গ্রেপ্তার করে কোর্টে তুলছে। সবমিলিয়ে পুরানো ফাইল খোলা হতেই আরামবাগ মহকুমার তৃণমূল নেতাদের ঘুম ছুটেছে।

দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্ব নিলেন জেলাশাসক পোন্নাম্বালাম এস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পোন্নাম্বালাম এস। বুধবার তিনি পুরসভায় এসে কমিশনরের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসকের চেয়ারে বসেন। এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানান দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই। দায়িত্ব গ্রহণের পর পোন্নাম্বালাম এস জানান, পুরসভার অধীনে যে সমস্ত ওয়ার্ডে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। এছাড়াও চলতি সপ্তাহের শনিবার দুই বিধায়কের সঙ্গে পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন বলেও জানান নবনিযুক্ত প্রশাসক। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণকে ঘিরে পুরসভা মহলে নতুন উদ্যম তৈরি হয়েছে।

গ্রামীণ চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখলেন মালদার বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা ব্লকের মৌলপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখলেন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। বুধবার দুপুরে ওই সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন বিধায়ক। কথা বলেন রোগী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে কোথাও কোনরকম ত্রুটি রয়েছে কিনা সেইসব বিষয়ে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেন বিজেপির ওই বিধায়ক। পাশাপাশি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়দীপ মজুমদার এবং পুরাতন মালদা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনিক রায়ের সঙ্গে বৈঠক করে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেন। কোন বিভাগে কতজন

স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এবং কোথায় কর্মীর ঘাটতি রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেন তিনি। পবে মালদার বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে এই হাসপাতালে সঠিক পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ছিলেন। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে পরিকাঠামোগত একাধিক সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে যাতে সাধারণ মানুষ আরও উন্নত ও সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং এই হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করা হবে।'

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পূর্বস্থলীর আম চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রচন্ড বেগের ঝড়ে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে কাঁচা-পাকা আম। আর সেই আম এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১ থেকে ২ টাকা কেজি প্রতি। চাষিদের দাবি, এমন দুরবস্থা আগে খুব কমই দেখা গিয়েছে। ঘটনা পূর্বস্থলীর পলাশপুলি এলাকায়। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় বহু আম গাছ থেকে ঝরে পড়ে বিপুল পরিমাণ আম। মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে কাঁচা ও আধপাকা আম। স্থানীয় চাষিদের অভিযোগ, ঝড়ে পড়ে যাওয়া আমের বাজারমূল্য কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। বর্তমানে সেই আম বিক্রি করতে হচ্ছে মাত্র ১ থেকে ২ টাকা কেজি দরে। অনেক ক্ষেত্রেই মিলছে না ক্রেতাও। অন্যদিকে, গাছে থাকা আমের দামও অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। বর্তমানে বাজারে আম বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১২ থেকে ১৫ টাকা দরে। এক ব্যক্তি জানান, বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন রাজ্যে আম পাঠানো হয়। কিন্তু এবার সর্বত্র ফলন বেশি হওয়ায় বাজারে

চাহিদার তুলনায় জোগান বেড়ে গিয়েছে। ফলে ন্যায্য দাম মিলছে না। আম চাষের সঙ্গে জড়িত বহু পরিবারের জীবিকা এখন অনিশ্চয়তার মুখে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, সরকারের তরফে আম চাষে বীমার ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি এলাকায় একটি হিমঘর নির্মাণেরও দাবি জানিয়েছেন তারা, যাতে ফল সংরক্ষণ করে পরে ভালো দামে বিক্রি করা যায়। আর এই বিষয়ে পূর্বস্থলী উত্তরের নবনিযুক্ত বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমার লক্ষ্য পূর্বস্থলীর সার্বিক উন্নয়ন। আম চাষিদের সমস্যার বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য আবেদন জানানো হবে।'

নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরে বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু এলাকায় বিজেপির তরফে বিজয় মিছিল করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দুই কেন্দ্রের বিধায়ক অমিয় কিস্কু ও রাজেশ মাহাতো। নয়াগ্রামের ৩ নম্বর মণ্ডলের আলমপুর ও ৬ নম্বর অঞ্চলের বাকড়া এলাকার মিছিলে ছিলেন বিধায়ক অমিয় কিস্কু ও মণ্ডল সভাপতি স্বপন রথ, সম্পাদক সুমন্ত মোহান্তি, সাধারণ সম্পাদক মুরলী ঘোষ, তপন প্রামাণিক ও অন্যান্য নেতা কর্মীরা। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইলের গহিরা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বুধবার একাধিক বিজয় মিছিল ও সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। প্রতিটি জায়গায় এলাকার স্থানীয় সমস্যার নিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর সাঁকরাইলের বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে এলাকার উন্নয়নের স্বাথের প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার বিজেপি সমর্থকদের দাবি, দুই বিধায়কই নির্বাচনের পর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার বার্তা দিচ্ছেন।

কালনা মহকুমা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। কালনা মহকুমা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বিশেষ বৈঠকের পর

হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে একাধিক বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। বুধবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়ন, এমআরআই পরিষেবা চালু করা, বেড সংখ্যা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।বৈঠক শেষে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন বিধায়ক। পরিদর্শনের সময় হাসপাতাল চত্বরে ময়লা-আবর্জনা এবং হাসপাতালের দেওয়ালে পানের পিকের দাগ দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলেন, হাসপাতালের আশেপাশে কেন এমন নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং কবে তা পরিষ্কার করা হবে। এদিকে ওয়ার্ড পরিদর্শনের সময় বিধায়ককে সামনে পেয়ে এক রোগী নার্সদের পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি বিধায়ক কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'ডিউটির সময় চিকিৎসকদের হাসপাতালে উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত করা এবং রোগীদের সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই বিশেষ বৈঠক ও পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে।

তিন বছর পর উদ্ধার নিখোঁজ তরুণী, প্রশংসিত গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: তিন বছর ধরে মেয়ের ফেরার আশায় দিন গুণছিল পরিবার। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। দীর্ঘদিনের তদন্ত, গোপন সূত্রের খবর এবং পুলিশের তৎপরতায় ফের হাসি ফিরেছে ওই পরিবারের মুখে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপীবল্লভপুর থানার বড়শোল গ্রামের এক নাবালিকা ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সেই সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। পরিবারের তরফে বহু খোঁজাখুঁজির পরও কোনও সন্ধান না মেলায় একই বছরের ১ এপ্রিল গোপীবল্লভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর ওই নাবালিকা প্রথমে কর্ণাটকে চলে যায়। সেখানে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত ভামাল গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরে তাদের বিয়েও হয় বলে জানতে পারে পুলিশ। সম্প্রতি তারা এলাকায় ফিরে আসে। মঙ্গলবার তরুণীটি নিজের বাড়িতে এলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিংয়ের নেতৃত্বে তদন্তকারী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তরুণীটিকে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর তরুণীটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। দীর্ঘ তিন বছর পর মেয়েকে ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের মানবিক উদ্যোগ, ধৈর্যশীল তদন্ত ও তৎপর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পুলিশের এই সাফল্যে এলাকায় ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে বলে মত অনেকের।

পুরন্দরপুরে অভিনন্দন যাত্রায় সাঁইথিয়ার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাজ্যের পালা বদলের সাথে সাথে সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে চিত্রটাও পাল্টেছে। তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকার এই ব্লক এখন পদ্মফুলে ছয়লাপ।

নতুন বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির কৃষ্ণকান্ত সাহা। তাঁর বিপুল জয় ঘিরে বুধবার বিকেলে আয়োজিত হল অভিনন্দন যাত্রা। সেই অভিনন্দন যাত্রায় বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানাতে পথে নামলেন কর্মী, সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষ।

গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রের তোরণ দ্বারে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ছবি

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: হাওড়ার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র। বাম আমলে দামোদর নদের তীরে বেশ কয়েক একর জমির উপরে তৈরি হয়েছে এই পর্যটন কেন্দ্র। হাওড়া জেলা পরিষদের এই পর্যটন কেন্দ্রটিতে ফি বছর হাজার হাজার মানুষ আসে উইক এন্ড কাটাতে। এখানে রয়েছে মিনি চিড়িয়াখানা-সহ বিনোদন পার্কও। ভিতরে গাছ গাছালির মাঝে পাখির কলকাকলি আপনার মন ভোলাবে। এই পর্যটন কেন্দ্রের প্রবেশ

পথে সুদৃশ্য তোরণ দ্বার তৈরি করেছে হাওড়া জেলা পরিষদ। আর এই তোরণ দ্বারে এতদিন শোভা পাচ্ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় এই তোরণ দ্বারের দু'পাশে লাগানো হয়েছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। যদিও এই ছবি জেলা পরিষদ লাগায়নি বলে জানিয়ে দিয়েছেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া দক্ষিণের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক পুলক রায়। অন্যদিকে, বিজেপির নেতৃত্বও এই ছবি লাগায়নি বলে জানিয়ে দিয়েছে। তা হলে জেলা পরিষদের সম্পত্তি তোরণ দ্বারে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি কে লাগালো? সূত্রের খবর, ফল ঘোষণার পরেই অতি উৎসাহী এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক এই ছবি লাগিয়েছে। যদিও এতে তেমন একটা দোষের কিছু দেখছে না এই গ্রীষ্মে ঘুরতে আসা পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো যেতেই পারে বলে অভিমত তাঁদের। তবে এই বিষয়টি নিয়ে এলাকায় যে জোর চর্চা চলছে একথা বলাই বাহুল্য।

‘এক দেশ এক ভোট’ কার্যকর হলে বাড়বে দেশের জিডিপি

দাবি জেপিসি প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২০ মে: ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নীতি কার্যকর হলে দেশের প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারে। জিডিপি বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ বাড়তে পারে। বুধবার গুজরাতের গান্ধিনগরে এই দাবি করেছেন ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) চেয়ারপার্সন তথা লোকসভার সাংসদ প্রেমপ্রকাশ চৌধরী।

‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ বিলে একসঙ্গে বিভিন্ন লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আয়োজনের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শুধু লোকসভা-বিধানসভা নয়, সাত লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ বাড়ানোর পূর্বশর্ত হিসাবে তার সঙ্গে পঞ্চায়েত ও পুরভোটকেও জুড়ে দিয়েছেন জেপিসি চেয়ারপার্সন। তিনি বলেন, ‘প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রথমে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন সমন্বিত ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এর পর ১০০ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভার ভোটের আয়োজন করা হবে।’ ‘এক দেশ এক ভোট’ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ১২৯তম সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাব-সহ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যে দু’টি বিল লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল, সেগুলির খসড়া নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের যৌথ কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছে। কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা গান্ধি থেকে শুরু করে আপের সঞ্জয় সিংহ, তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা ওই কমিটির সদস্য।

খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে মোদীকে চিঠি বিজয়ের

চেন্নাই, ২০ মে: খরিফ ফসল বা বর্ষাকালীন শস্যের মরশুমে তামিলনাড়ুতে সারের সংকট তৈরি হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যহত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে সাহায্য চাইলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়।

অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া বিজয় বলেছেন, ১০ মে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্যের কৃষক কল্যাণ বিভাগের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। তখনই স্পষ্ট হয় সার উৎপাদকরা এপ্রিল ও মে মাসের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। নেপথ্যে কাঁচামালের অভাব। চিঠিতে উল্লিখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তামিলনাড়ু নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ৩৯,০০১ মেট্রিক টন কম ইউরিয়া পেয়েছে। পাশাপাশি ২৮,৬০৭ মেট্রিক টন ডিএপি ও ২৪,২৩৫ মেট্রিক টন এমওপি-রও ঘাটতি রয়েছে। মোদিকে লেখা চিঠিতে বিজয় জানিয়েছেন, অবিলম্বে কেন্দ্রের তরফে সরবরাহ স্বাভাবিক না করলে গোটা রাজ্যের চাষাবাদে প্রভাব পড়বে। এর জেরে তামিলানড়ুতে খাদ্যসংকট তৈরি হতে পারে।

চিঠিতে বিজয় লিখেছেন, এপ্রিল ও মে মাসে সার সরবরাহে গুরুতর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এই ঘাটতি পূরণ করতে এবং ভবিষ্যতের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেছি।

ফের শুরু হচ্ছে ইরান যুদ্ধ, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ মে: ফের শুরু হতে চলেছে ইরান যুদ্ধ। তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, চলতি সপ্তাহের শেষে কিংবা আগামী সপ্তাহের শুরুতেই তেহরানে বড় হামলা চালাতে প্রস্তুত আমেরিকা।

আপাতত ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চললেও, পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে গুরুতর আকার নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সাম্প্রতি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের পরবর্তী রণকৌশল। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আমেরিকার দেওয়া শর্ত যদি ইরান না মানে সেক্ষেত্রে নতুন করে হামলা হতে পারে ইরানের মাটিতে।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘ইরানে আরও বড় আঘাত হানতে হতে পারে। এখনও নিশ্চিত নই। তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। শীঘ্রই সবাই জানতে পারবেন। ইরানের সঙ্গে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। দুই বা তিনদিনের জন্য। কিন্তু যদি ওরা আমাদের শর্ত মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তেহরানে আমাদের ফের সামরিক অভিযান চালাতে হবে। সেটা হতে পারে চলতি সপ্তাহের শুক্রবার কিংবা শনিবার অথবা আগামী সপ্তাহের শুরুতে। ওদের কাছে পরমাণু অস্ত্র আমরা থাকতে দেব না।’ ট্রাম্পের এই হুমকির পালটা দিয়েছে তেহরানও।

‘শ্রমিকদের বিশ্রাম ছাড়া টানা ৫ ঘণ্টা কাজ নয়’

নয়াদিল্লি, ২০ মে: গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের। বিভিন্ন সংস্থার মালিক ও কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যে, কোনও কর্মী যেন কমপক্ষে ৩০ মিনিটের বিশ্রাম বিরতি না নিয়ে একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ না করেন। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে আগের বিধিমালাকে আরও শক্তিশালী করেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে কর্মঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট বিরতির কথা বলা ছিল। নতুন শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা এবং কর্মচারীদের কল্যাণ সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ের এই সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ্যে এসেছে। শ্রম মন্ত্রক ভূগর্ভস্থ খনি শ্রমিকদের সম্পর্কিত নিয়মাবলিও স্পষ্ট করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কাজের শিফট আট ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। খনি শিল্প সবচেয়ে বেশি শারীরিক পরিশ্রমের এবং ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। শ্রম সুরক্ষা বিধিমালা ঐতিহ্যগতভাবে ভূগর্ভস্থ শ্রমিকদের জন্য কাজের সময়কাল, ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্রামের বিরতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আসছে। পূর্ববর্তী শ্রম বিধিমালা এবং কারখানা-সংক্রান্ত আইনে কাজের শিফটের মধ্যে বিরতির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিশেষত ক্লান্তি, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এবং দীর্ঘক্ষণ একটানা কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর জন্য।

ময়দান

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন কেকেআরের! এখনও খোলা প্লে-অফের দরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা ছয় ম্যাচ জয়ের মুখ না দেখার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এ বারের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অভিযান প্রায় শেষ। প্লে-অফের আশা তখন কেবল অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ক্রিকেটে শেষ বাঁশি বাজার আগে কিছুই নিশ্চিত নয়;সেই বিশ্বাস নিয়েই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল অজিঙ্ক রাহানের দল। ইডেনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে সেই লড়াই আরও জিইয়ে রাখল নাইটরা। বুধবারের ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন রাহানে। বৃষ্টিভেজা ইডেনের পিচে সেই সিদ্ধান্ত যে একেবারে সঠিক ছিল, তা প্রমাণ করে দিলেন কেকেআরের বোলাররা। শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে বল করতে থাকেন পেসাররা। মুম্বইয়ের তারকা ব্যাটিং লাইনআপকে এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকতে দেননি তাঁরা। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই বড় ধাক্কা খায় মুম্বই। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবদের দ্রুত ফিরিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় কলকাতা। প্রথম ছ’ওভারে খুব বেশি রান তুলতে পারেনি মুম্বই, তার উপর চারটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। পরে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন করবিন বশ। মাত্র ১৮ বলে ৩২ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ছোট কিন্তু কার্যকরী ইনিংসের সৌজন্যেই মুম্বই কোনওমতে ১৪৭ রানে পৌঁছয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে থামে তাদের ইনিংস। ১৪৮ রানের লক্ষ্য খুব বড় না হলেও কেকেআরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দ্রুত রান তুলে নেট রানরেট বাড়ানো। সেই লক্ষ্য নিয়েই শুরুতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন ফিন অ্যালেন। তবে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি তিনি। অধিনায়ক রাহানেও ব্যর্থ হন দ্রুত রান তুলতে। ক্যামেরন গ্রিনের ব্যাট থেকেও বড় ইনিংস আসেনি। কিন্তু কঠিন সময়ে দলের হাল ধরেন অভিজ্ঞ মণীশ পাণ্ডে। ৪১ বছর বয়সেও যে তিনি এখনও দলের ভরসা হতে পারেন, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন। হাতে চোট থাকার কারণে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ব্যাট করতে না পারায় সুযোগ পান মণীশ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৪৫ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে রভম্যান পাওয়েলের গুরুত্বপূর্ণ জুটি কেকেআরকে জয়ের রাস্তা দেখায়। দু’জনে মিলে ম্যাচের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেন। শেষ দিকে খুব বেশি ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে ধীরে লক্ষ্য পূরণ করে কলকাতা। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে নাইটরা। এখন তাদের সামনে একটাই লক্ষ্য;শেষ ম্যাচে জয় তুলে প্লে-অফের দরজা খোলা রাখা। আগামী রবিবার ইডেনেই দিল্লির বিরুদ্ধে নামবে কেকেআর। সেই ম্যাচ কার্যত মরণবাঁচন লড়াই। অন্য দলের ফলের দিকেও নজর রাখতে হবে নাইটদের। তবে দীর্ঘ সময় খারাপ পারফরম্যান্সের পরও যেভাবে দলটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে আবার আশা জেগেছে। সত্যিই কি সুখের সমাপ্তি অপেক্ষা করছে? উত্তর মিলবে শেষ ম্যাচেই।

শুরু সিসিডির বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণ ক্রিকেটারদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে তিন দিনের বিশেষ ক্রিকেট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্লিনিক শুরু করল ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই শিবির চলবে আগামী ২১ মে পর্যন্ত। উইকেটকিপিং, ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই শিবিরে প্রশিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলার পরিচিত কোচ কুণাল বোস। কিডস লেভেল থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে এই বিশেষ কোচিং শিবির আয়োজন করা হয়েছে। ক্লাবের অন্যতম কর্তা শান্তনু কুমার মিত্র জানান, শুধুমাত্র ম্যাচ খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রিকেটারদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া।

ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ। মুম্বই দলকে সাপোর্ট করতে মাঠে হাজির এক খুদে সমর্থক আরশাদ ইসলাম।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ঃ এলআরসি-৩_সিটি_ আরএ-১৭-আরএসপি_আর, তারিখঃ ১৮.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** “কাজের সুযোগ অনুসারে আরএ কোচগুলির অন্দরসজ্জা সম্পূর্ণ নতুন আসবাব দ্বারা সজ্জিতকরণ।” **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১১,৩১,২০,৭৯৯.৭১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২২,৬২,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাদের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পরও যদি কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয় তার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল মাঝে মাঝে দেখতে বলা হচ্ছে।

MISC-45/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 543 (2nd Call), 552(2nd Call), 558(2nd Call), 638(2nd Call) & 651(2nd Call) and NIeT 20 to 23/2026-2027, Dated: 20-05-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at South 24 (PGS), North 24 (PGS), Bankura, Malda, Purba Medinipur and Purulia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **21-05-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **05-06-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 20.05.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-- টেন্ডার

টেন্ডার নোটিশ নম্বর: পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/১৯ তারিখ: ১৯/০৫/২০২৬
প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (৫ম তলা), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন। সমস্ত টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪:০০ টায়।

ক্রম. নং.	টেন্ডার নং.	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)
১	২৯২৬৩২৮২	১০/০৭/২৬	ডব্লিউএপি৭ লোকোর ব্রেক রিগিংয়ের জন্য পিন ও বুশের সেট	২২৯ সেট	২,৯৯,৪৮০/-
২	২৯২৬৩১৭২	১৩/০৭/২৬	সেকেন্ডারি স্প্রিং		৯,৮১,০৩০/-
৩	২৯২৬৩০০৯	১৩/০৭/২৬	পুশ-পুল রড (ট্র্যাকশন বার) ইত্যাদি	১৮৪টি	১,০৩,৩৫০/-
৪	২৯২৬৩৩০৮	১৫/০৭/২৬	থ্রি-ফেজ লোকোর জন্য গিয়ার কেস অ্যাসেম্বলি	২৯০ সেট	৩,৬৫,৫২০/-
৫	২৯২৬৪৯৭৯	১৬/০৭/২৬	অ্যাক্সেল বক্স বিয়ারিং (সিআরইউ১৫০) ইত্যাদি	১০৪০টি	৫,৫৯,৬১০/-
৬	২৯২৬৩৭৫৬	১৭/০৭/২৬	বিয়ারিং ছাড়া সম্পূর্ণ অ্যাক্সেল বক্স ইত্যাদি	৭১৩টি	৬,৫৫,৩৭০/-
৭	২৯২৬৫০০৪	২০/০৭/২৬	মোটর সহ মেইন কম্প্রেসার (অয়েল লুব্রিকেটেড) ইত্যাদি	২০টি	২,৩৫,৩৫০/-
৮	২৯২৬৩৩১২	০৪/০৮/২৬	ইপি রিলে ভালভের জন্য কিটের সেট	১৪৮২ সেট	১৭,৩০,১০০/-
৯	২৯২৬৩২৬৯	০৫/০৮/২৬	ল্যাবিরিন্থ রিং-এর সেট ইত্যাদি	৩৯৯ সেট	৬,১১,৫৫০/-
১০	২৫২৬৩৫৭১	০৬/০৮/২৬	এনও২ ট্যাপ চেঞ্জারের এওএইচ মেইনটেন্যান্স শিডিউল	১৪৮ সেট	২,৮৩,৪৭০/-
১১	২৯২৬৩৬৭৬	০৭/০৮/২৬	সম্পূর্ণ ওয়াইপার আর্ম অ্যাসেম্বলির সেট	৯২২ সেট	২,১৭,৫৭০/-
১২	২৯২৬৩৭৮৭	১০/০৮/২৬	এলআরইউ কন্ট্রোল পোরশনের ওভারহলিং কিট	১২১ সেট	৩,৬৫,৯৩০/-
১৩	২৯২৬৩৭৮৮	১০/০৮/২৬	এলআরইউ-এর ওভারহলিং কিট	১০০ সেট	৪,৮৮,৫৭০/-
১৪	৮১২৬৩০৫৬	০৮/০৬/২৬	মেকানাইজড লন্ড্রি পরিচালনার জন্য ক্লিনিং কেমিক্যালের সেট ইত্যাদি	৫০ সেট	৩,১০,৫৩০/-
১৫	৫৬২৬আরজিসি _সাবসিডিয়ারি _এলইডি	২৯/০৬/২৬	সাবসিডিয়ারি এলইডি (শান্ট, রুট ও কলিং অন) সরবরাহের জন্য রানিং কন্ট্র্যাক্ট/প্রাইস অ্যাগ্রিমেন্ট ইত্যাদি	শান্ট=৪০০০টি, রুট=৫০০০টি, কলিং অন= ১৫০০টি	১৩,৩২,৬০০/-
১৬	৪২২৫৫০১৮এ	০৮/০৬/২৬	জেনসেট সহ পোর্টেবল এলইডি লাইট টাওয়ার ইত্যাদি	১৬টি	১,৪৩,৩৬০/-
১৭	৪০২৬৫০৪৩	০৯/০৬/২৬	৩×৪০০ বর্গমিমি, ১৯/৩৩ কেভি গ্রেড (আর্থড সিস্টেম), এইচটি, থ্রি কোর পাওয়ার ক্যাবল ইত্যাদি	৪৭০০ মিটার	৩,৩২,২৬০/-
১৮	৮১২৬১৮০৭	০৮/০৬/২৬	ফগ সিগন্যাল ডিটোনেটিং ইত্যাদি	৪৭০০০টি	৩,৭৬,৯৮০/-
১৯	৪৫২৬৩১৯১	০৯/০৬/২৬	ব্রাশলেস সেন্সরলেস ডিসি রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান সরবরাহ ইত্যাদি	৩৯৩০টি	১,৯৮,৪৮০/-
২০	৪৫২৬৩১৬৭	১০/০৬/২৬	ইওজি-এলএইচবি কোচের জন্য কন্ডেন্সার ফ্যান মোটর সরবরাহ ইত্যাদি	১৩১০টি	১,৬৯,৩৯০/-
২১	৪৫২৬৩১৬৭	১১/০৬/২৬	ব্যাটারি ফিউজ বক্স পজিটিভ (+ভিই) ইত্যাদি	১৫৭২টি	১,৭৬,৮১০/-
২২	৩৩২৬৩৩৭৮	১২/০৮/২৬	সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার ইত্যাদি	২৭০০টি	৩,০৩,৯৫০/-
২৩	৩৩২৬১৪৮৭	০৬/০৮/২৬	এলএইচবি কোচের সেকেন্ডারি স্প্রিং (আউটার) ইত্যাদি	২৩০টি	২,৩২,৩২০/-
২৪	৩৩২৬৩০৮৪	০১/০৭/২৬	এলএইচবি কোচের সেকেন্ডারি স্প্রিং (ইনার) ইত্যাদি	২৭৬টি	১,১৫,৯৫০/-
২৫	৮১২৬১৮০০	০৮/০৬/২৬	কম্প্রেসড অক্সিজেন গ্যাস ইত্যাদি	৩১২৩৬৪ কিউএম	২,২১,১৬০/-
২৬	৮১২৬১৮০৭	০৮/০৬/২৬	ফগ সিগন্যাল ডিটোনেটিং ইত্যাদি	৪৭০০০টি	৩,৭৬,৯৮০/-
২৭	৪০২৬৫০৩২	১৮/০৬/২৬	এইচটি ৬.৩৫/১১ কেভি, থ্রি কোর এক্সএলপিই আইএসআই মার্কড ক্যাবল সরবরাহ ইত্যাদি	৪০০০ মিটার	১,০১,৪৮০/-
২৮	৪৫২৫৩১৬৬ডি	১৬/০৬/২৬	কন্ট্যাক্টর ৩ পোল, ১৬ এম্পিয়ার ক্যাপাসিটি উপযুক্ত ইত্যাদি	৩৯৭৮টি	১,০১,২১০/-
২৯	৪৭২৫৫০২৮	১২/০৬/২৬	আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সহ সম্পূর্ণ ট্র্যাকশন ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ইত্যাদি	০১টি	১,৪৯,৮০০/-
৩০	৪২২৫১৫৯৭	১১/০৬/২৬	ফিটিং সহ ২×১৮ ওয়াট/২০ ওয়াট এলইডি টিউবলাইট	১১০৫২টি	১,১৪,৭৭০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিস্তারিত তথ্য/বিশেষত্বের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত যেকোনো করিজেন্ডামের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR- 196)**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID-2026_WBPWD_5014211_1 NIeT Reference No. 03/A.E./P.W.D./ J.S.D of 2026-27(2nd call)
Jadavpur Police Housing Estate - Quarter No. KA-19 (1stfloor) - Repair works for change of occupation. Amt. Rs. 2,92,591.00. Last Date of Submission 30.05.2026 up to 2.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division
ICA- T8193(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work “Supply and delivery of portable ladder, Vacuum cleaner and Thermal Imager Camera for Smartphone for everyday maintenance within the campus of R.G.Kar MC&H.” e-N.I.Q No.: 08/Q of 26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014202_1. Bid Submission Start: 20/05/2026. Bid Submission Closing: 30/05/2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division
ICA- T8197(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte. invites eNIQ for “IPGME and R-SSKM Hospital - Repair, rehabilitation and retrofitting of distressed R.C.C structure and other ancillary work of Chest and Cancer building. (Electrical Work)_Air Conditioning Works” vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014220_1. Last date of submissions - 10/06/26 upto 12.00 Noon. All documents can be seen / obtained from the websites https://wbtenders.gov.in / www.pwdwb.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T8203(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/HCSD-I, invites e-Tender for NIeT-01/AE/HCSD-I/PWD of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5014255_1. Bid submission start date (online): 20.05.2026 from 09:30 A.M. Bid Submission closing date (online): 08.06.2026 at 14:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Haldia Construction Sub-Division No.I
ICA- T8246(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/KMCESD/PWDte. invite online tender for the work of “Supply and Fixing 2X2 LED Light Fittings at Different Building Under JE-3 Kolkata Medical College and Hospital, Kolkata.” NIQ No. WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-02/2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014223_1. Bid Submission Start Date: 25/05/2026. Bid Submission Closing Date: 02/06/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PWDte/Govt. of W.B.
ICA- T8247(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
e-TENDER NOTICE
e-NIT NO.- WBIW/TA/DIC/NIT-01(e)/ 2026-27
e-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for 01 (One) no. SDS(M) work. Last date & time of Bid submission is **03.06.2026 till 17:00 Hrs IST.** Details of Tender may be seen at **https://wbtenders.gov.in** or **https://wbiwd.gov.in** Sd/- Executive Engineer & TA to Superintending Engineer, Damodar Irrigation Circle, Kanainatsal, Purba Bardhaman.
ICA- T8144(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No. WBIW/SDO/PISDIVISION/e-NIT- 01(e)/2026-27 of Patharpratima (I) Sub-Division. Online e-tender has been invited by the undersigned for 01 (One) nos. of work. amount put to tender Rs. 1.92 lakh. Last date of submission of online bid 28.05.2026 up to 12:00 Hrs. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal wbtenders.gov.in Sd/- SDO/PISD.
ICA- T8149(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no.-NIT Reference No.:- WBMSCL/NIT-307/2026, Dated– 14/03/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work “Day to Day Dewatering System including operator, machines & consumables for pumps on emergency basis for water logging at Rampurhat SSH at Rampurhat GMCH at West Bengal.” Last date of submission of bid (online)-28.05.2026 upto 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on 21.05.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to **cpec@wbmsc.gov.in** Sd/- General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal.
ICA- T8130(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Principal
Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital
Diamond Harbour, South 24 Pgs.
TENDER NOTICE
Principal, DHGMCH, Diamond Harbour, invites ‘E-TENDER NOTICE (NIT No.: 14/2026-27) FOR PROVIDING CANTEEN SERVICE” AT GIRL’S HOSTEL OF DIAMOND HARBOUR GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PGS, PIN-743331.’ (Bid Ref No. 2026_HFW_1024751_1), Memo No.: DHGMC/2026/E-tender-Canteen/848, dated 19.05.2026. Interested bidders may visit the website: www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in for further details. Sd/- Principal, DHGMCH, Diamond Harbour
ICA- T8134(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
OF WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION (A STATUTORY CORPORATION) OF SE, W.B.S.W.C.
email:- ce-swc@wb.gov.in & se.wbswc@gmail.com
NIET No. 02 OF 2026-27OF SE/WBSWC Tender ID - 2026_WBSWC_1024263_1
Repairing of godown column and Truss joint, Repairing Veranda and Godown floor at Bhatar RIDF in the district of Purba Bardhaman. LAST DATE OF SUBMISSION-30.05.2026. For detailed NIET see https://etender.wb.nic.in Sd/- Superintending Engineer, West Bengal State Warehousing Corporation
ICA- T8153(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBPWD/AE-NESD/NIT-14/25-26(2nd Call)Tender ID-2026_WBPWD_5014225_1. Name of Work: Urgent electrical Power cable restoration from Substation to "Western lady barrack" Building Electrical panel at Police Training School, Kolkata Bid Submission End Date: 29.05.2026 upto 01-00 p.m.; Website: - https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte., Nandan Electrical Sub- Division, 1/1 A.J.C Bose Road, Kol-20
ICA- T8219(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The online bids are invited by the undersigned for the work of:(i)” SITC of air conditioning machines at core X-Ray unit portion of Radiology unit at Naihati SGH, North 24 Parganas Bid submission start date- 20.05.2026 & Bid submission closing date- 04.06.2026 (Tender ID-2026_WBPWD_5014212_1)Visit Website -https://wbtenders.gov.in for detail of Tenders. Sd/-B.Bisaws. Assistant Engineer, PWD BKP Elec. Sub-Division
ICA- T8222(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)D TENDER NOTICE
2026_WBPWD_5014232_1-3. Online e-Tender (eNIT 01 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different types of works. Bid submission closing (On line) 02.06.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineerr, Baguihati Highway Sub-Division. P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T8224(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W. Directorate invites online e-Bid for 1 (One) No. work vide N.I.e.B No.: 11 of 2026-2027. Tender ID : 2026_WBPWD_5014250_1. Bid Submission Start Date (Online) : 25.05.2026 from 3:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 03.06.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.B and Bid Documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W.Dte.
ICA- T8236(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)D TENDER NOTICE
eNIQ No. 01 of 2026-27 of EE/BHD-I/PW(R)Dte. Inviting online e-quotation from Bonafied Outsider having credential of similar nature of 2(Two) Nos. work of Dewatering of water logging at different stretches of Jessore Road & Dumdum Lauhati Road under Barasat Hwy Divn. No.I Bid submission closing date (online) will be on 10.06.2026 at 15.00 hrs. Tender id; 2026_WBPWD_5014201_1 & 2. Other details may be seen from website https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in Sd/-EE/BHD-I/PW(R) Dte.
ICA- T8217(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Bidhannagar East Division, PWDte., invites online tender bearing NIeQ No. WBPWD/EE/BNED/NIeQ-12 of 2026-27 for item rate basis for the work of **i)** Urgent upgradation and modernisation of different floors of Academic Building of West Bengal Judicial Academy at New Town, Rajarhat, Kolkata-700160, for International Professional Development Programme (IPDP) for officials from Bhutan - Deep intense cleaning (machine cleaning) of floors and toilets for 3 days. 2026_WBPWD_5014030_1. (a) Tender documents download start date (online) : 14/05/2026 at 11.00 A.M. (b) Bid proposal submission start date (online): 14/05/2026 at 11.00 A.M. (c) Technical & Financial Bid proposal Submission end date (online): 22/05/2026 at 02:00 P.M. (d) All documents can be seen / obtained from the wbtenders.gov.in Sd/- EE/BNED/ PWDte., Govt. of West Bengal
ICA- T8208(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF DISASTER MANAGEMENT
TRAN BHAWAN
87A, S.N. BANERJEE ROAD, KOLKATA-700014
TENDER NOTICE
(Ref. No. WBDDM/DIRECTORATE/NIT-10/2023-24)
No. 369-DDM/2E-11/2023
Dated: 18.05.2026
The e-NIT vide No. 838/DDM/NIT/ DHUTI-LUNGI Dtd. 31.07.2023 and Tender Reference No. WBDDM/ DIRECTORATE/NIT10/2023-24, regarding procurement of Dhuti and Lungi for the Financial Year 2024-25, 2025-26 & 2026-27, is hereby cancelled as per Clause-XIX, Sub-Clause-iv of e-NIT No. 838/DDM/NIT/DHUTI-LUNGI Dtd. 31.07.2023. Sd/- Tender inviting authority, Director of Disaster Management, West Bengal
ICA- T8136(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 02 of 2026-27 for the work: **1)** Renovation of kitchen and related ancillary works at District Magistrate office cum residence, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 4,94,419/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014258_1. **2)** Repairing works at Additional District Magistrate(Development) Bungalow under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 3,23,551/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014258_2. **3)** Repairing and inside painting works at SDO Bungalow under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 2,45,608/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014258_3. **4)** Setting up modern kitchen and related ancillary works at Additional District Magistrate(G) office cum residence, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 4,96,445/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014258_4. **5)** Inside repairing works at District Magistrate office cum residence, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte., Estt. Amt.: Rs. 4,97,942/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014258_5. Bid Submission End Date is 29.05.2026 at 18.30 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T8250(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR BIENNIAL CONTRACT FOR DEPLOYMENT OF UNSKILLED MANPOWER (AS & WHEN) FOR U#5 AT SGTPP, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5402, Dtd: 16/05/26
NIT No: .: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4031/26-27 Dtd: 10/05/2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **“Biennial Contract for Deployment of Unskilled Manpower (As & When) for U#5 at SgTPP, WBPDCL.” Tender Document Download Start Date:** 21.05.2026 at 10:00 hrs. **Bid Submission End Date:** 22.06.2026 at 15:00 hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8162(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT ELECTRICAL ITEMS FOR TOWNSHIP AREA MAINTENANCE JOB UNDER EMOPH DEPTT. UPTO OCTOBER-2026 FOR SGTPP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5426, Dtd: 18/05/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4010/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP/WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 (three) Part bid system for **"Procurement of different Electrical Items for Township area maintenance job under EMOPH Deptt. up to October-2026 for SGTPP”. Tender Document Download Start Date :** 27-05-2026 at 10.00 AM. **Bid Submission End Date**: 16-06-2026 at 03.00 PM. **Contact Person:** Mr. Chandradip Chakraborty [AGM (M&C)]. **Contact No.:** 8336903779. **E-mail:** cchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T8171(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘বাংলার ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই, দরকার সঠিক সুযোগ’! অকপট মোহনবাগান স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি-র বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে নোভালস রয়্যালস পুরুলিয়া দলে যোগ দিয়েছেন মোহনবাগানের বাঁহাতি স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক। দীর্ঘদিন বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করা এই ক্রিকেটার কথা বললেন ক্লাব ক্রিকেটের রাজনীতি, বেঙ্গল প্রো লিগের ভবিষ্যৎ, ক্রিকেটজীবনের লড়াই এবং ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে।

প্রশ্ন ১ — নোভালস রয়্যালস পুরুলিয়ার হয়ে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে চলেছেন। নতুন এই যাত্রা নিয়ে কতটা উত্তেজিত?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — নতুন দলে যোগ দেওয়ার অনুভূতি সবসময়ই আলাদা। নোভালস রয়্যালস পুরুলিয়ার হয়ে খেলতে পারব জেনে খুব ভালো লেগেছে। কারণ এটা শুধু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নয়, বাংলার লোকাল ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রমাণ করার একটা বড় মঞ্চ। আমি মনে করি, এই ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে ভবিষ্যতে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে আসবে। পুরুলিয়ার মতো জেলার প্রতিনিধিত্ব করাও একটা দায়িত্বের বিষয়। সমর্থকদের প্রত্যাশা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমি চাই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দলকে সাহায্য করতে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ছোট ছোট মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। তাই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলগত ক্রিকেট খেলাটাই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। আর একটা বিষয় হল, এই ধরনের লিগ বাংলার ক্রিকেট সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে। তাই শুধু ক্রিকেটার হিসেবে নয়, বাংলার ক্রিকেটের একজন সদস্য হিসেবেও আমি এই প্রতিযোগিতা নিয়ে আশাবাদী।

প্রশ্ন ২— অনেকেই বলছেন বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ এখনও কাঙ্ক্ষিত পেশাদার মানে পৌঁছতে পারেনি। আপনি কী মনে করেন?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — সমালোচনা থাকবেই, সেটাই স্বাভাবিক। কোনও নতুন টুর্নামেন্ট শুরু হলে প্রথম কয়েক বছর নানা সমস্যা থাকে। আমার মনে হয় বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ এখনও গড়ে ওঠার পর্যায়ে রয়েছে। তবে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সংগঠনের দিক থেকে আরও উন্নতি প্রয়োজন, বিশেষ করে ম্যাচ সম্প্রচার, প্রচার এবং ক্রিকেটারদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে। অনেক সময় দেখা যায় ভালো প্রতিযোগিতা হলেও সেটা মানুষের কাছে পৌঁছয় না। সেটা বদলানো দরকার। তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটাররা বড় মঞ্চ পাচ্ছেন, সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, যদি ধারাবাহিকভাবে এই লিগ চালানো যায় এবং পেশাদার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনেক বড় জায়গায় পৌঁছতে পারে। বাংলার ক্রিকেটে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, শুধু সেই প্রতিভাকে তুলে ধরার সঠিক প্ল্যাটফর্ম দরকার।

প্রশ্ন ৩ — বাংলার লোকাল ক্রিকেটে এখনও ‘বড় ক্লাব বনাম ছোট ক্লাব’ বিভাজন আছে বলে অভিযোগ ওঠে। আপনি কি একমত?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — পুরোপুরি অস্বীকার করব না। দীর্ঘদিন ধরেই বড় ক্লাবের ক্রিকেটাররা বেশি আলোচনায় থাকে। কারণ তাদের ম্যাচ বেশি প্রচার পায়, সমর্থক বেশি থাকে এবং মিডিয়ার নজরও বেশি থাকে। তবে এখন পরিস্থিতি আগের তুলনায় বদলাচ্ছে। ছোট ক্লাব থেকেও অনেক ক্রিকেটার উঠে আসছে এবং বাংলা দলের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে। আমি মনে করি, পারফরম্যান্সই শেষ কথা হওয়া উচিত। একজন ক্রিকেটার কোন ক্লাবে খেলছে, সেটা নয়; সে মাঠে কী করছে, সেটাই বিচার হওয়া দরকার। অনেক সময় ছোট ক্লাবের ক্রিকেটাররা সমান প্রতিভাবান হয়েও সুযোগ পায় না, কারণ তাদের ম্যাচের উপর আলাদা নজর থাকে না। এটা বদলানো দরকার। সিএবি যদি আরও বেশি জেলা ও ছোট ক্লাবের ম্যাচকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে বাংলার ক্রিকেট আরও সমৃদ্ধ হবে। প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, মানও তত উন্নত হবে।

প্রশ্ন ৪ — সিএবি-র নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও মাঝেমধ্যে প্রশ্ন ওঠে। একজন সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে এই বিতর্ককে কীভাবে দেখেন?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন কিছু নয়। বাংলা ক্রিকেটেও সেটা বহুদিন ধরেই আছে। কারণ প্রত্যেক ক্রিকেটারই বিশ্বাস করে সে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। তবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি সবসময় মনে করি, ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের বিকল্প নেই। একটা-দুটো ম্যাচ নয়, পুরো মরসুম জুড়ে ভালো খেলতে হবে। তবেই নির্বাচকদের উপর চাপ তৈরি হয়। তবে এটাও সত্যি যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হওয়া দরকার। ক্রিকেটারদের বোঝানো উচিত কেন তাকে নেওয়া হল বা বাদ দেওয়া হল। তাতে বিভ্রান্তি কমবে। আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে বিতর্ক আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রশাসনেরও দায়িত্ব বাড়ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও নির্বাচনের বিষয় নিয়ে

প্রকাশ্যে অভিযোগ করিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই জবাব দেওয়া উচিত। তবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আরও ভালো যোগাযোগ থাকলে ভুল বোঝাবুঝি অনেক কমে যাবে।

প্রশ্ন ৫ — অনেক ক্রিকেটার বলেন, বাংলার ক্লাব ক্রিকেটে রাজনীতি এখনও বড় ফ্যাক্টর। আপনি কি কখনও এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা যত বেশি, আলোচনা ও বিতর্কও তত বেশি হবে। ক্লাব ক্রিকেটেও বিভিন্ন ধরনের চাপ থাকে। তবে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি এসব থেকে দূরে থাকতে। কারণ একজন ক্রিকেটার যদি মাঠের বাইরের বিষয় নিয়ে বেশি ভাবতে শুরু করে, তাহলে তার খেলায় প্রভাব পড়বেই। হ্যাঁ, এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে যখন মনে হয়েছে কিছু সিদ্ধান্ত আরও ভালো হতে পারত। কিন্তু সেই হতাশা নিয়েই এগোতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, শেষ পর্যন্ত পারফরম্যান্সই ক্রিকেটারকে বাঁচায়। আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেন, তাহলে একসময় সুযোগ আসবেই। তরুণ ক্রিকেটারদেরও আমি বলি, বাইরের কথায় বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ফিটনেস, স্কিল আর মানসিকতার উপর কাজ করো। কারণ ক্রিকেট খুব কঠিন খেলা। এখানে টিকে থাকতে গেলে মানসিকভাবে শক্ত হওয়া সবচেয়ে জরুরি।

প্রশ্ন ৬ — ব্যক্তিগত জীবনে ক্রিকেটার প্রদীপ্ত কতটা আলাদা?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — মাঠের প্রদীপ্ত আর ব্যক্তিগত জীবনের প্রদীপ্ত একেবারেই আলাদা। মাঠে আমি খুব প্রতিযোগিতামূলক থাকি। প্রতিটা বল জেতার মানসিকতা নিয়ে করি। কিন্তু মাঠের বাইরে আমি অনেক শান্ত স্বভাবের মানুষ। পরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে। ক্রিকেটের বাইরে গান শুনতে ভালোবাসি, বিশেষ করে পুরনো বাংলা গান। সিনেমাও দেখি। অনেক সময় ম্যাচের চাপ থেকে বেরোতে নিজের মতো সময় কাটানো খুব দরকার হয়। আমি মনে করি, একজন ক্রিকেটারের জীবনে ভারসাম্য থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ক্রিকেট নিয়েই সারাক্ষণ ভাবলে মানসিক ক্লান্তি চলে আসে। তাই অবসর সময়ে সাধারণ জীবনযাপন করার চেষ্টা করি। মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক থাকা খুব জরুরি। কারণ মাঠে যত বড় ক্রিকেটারই হও না কেন, দিনের শেষে তুমি একজন সাধারণ মানুষই।

প্রশ্ন ৭ — এত বছর ক্রিকেট খেলেও কি এখনও নার্ভাস লাগে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — হ্যাঁ, এখনও নার্ভাস লাগে। আমার মনে হয়, যে ক্রিকেটার বলবে সে কোনও চাপ অনুভব করে না, সে পুরো সত্যি বলছে না। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে একটা আলাদা উত্তেজনা কাজ করেই। তবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই চাপ সামলানোর পদ্ধতি বদলে যায়। আগে হয়তো অতিরিক্ত চিন্তা করতাম, এখন অনেক শান্তভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। আমি সবসময় ম্যাচের আগে নিজের পরিকল্পনা পরিষ্কার রাখি। কোন ব্যাটসম্যানকে কী বল করব, কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে; এগুলো ভেবে রাখি। তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তবে চাপ পুরোপুরি কখনও যায় না। আর সেটাই স্বাভাবিক। চাপ না থাকলে খেলাটার গুরুত্বও বোঝা যায় না। বরং আমি বলব, সেই নার্ভাসনেসকে ইতিবাচক শক্তিতে বদলে ফেলাই একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের সবচেয়ে বড় কাজ।

প্রশ্ন ৮ — জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় কোনটা ছিল?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — চোটের সময়টাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। একজন ক্রিকেটারের কাছে মাঠের বাইরে বসে থাকা খুব যন্ত্রণার। যখন দলের সবাই খেলছে আর তুমি শুধু দেখছ, তখন মানসিকভাবে খুব খারাপ লাগে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় পুনর্বাসনের মধ্যে থাকলে আত্মবিশ্বাসেও প্রভাব পড়ে। তখন নিজেকে বারবার মোটিভেট করতে হয়। আমার পরিবার সেই সময় সবচেয়ে বেশি পাশে ছিল। ওদের সমর্থন না থাকলে হয়তো ফিরে আসা আরও কঠিন হত। চোট আমাকে একটা জিনিস শিখিয়েছে; ক্রিকেট জীবন খুব অনিশ্চিত। আজ তুমি খেলছ, কাল হয়তো বাইরে। তাই প্রতিটা সুযোগের মূল্য বোঝা খুব জরুরি। ওই সময়টা আমাকে মানসিকভাবে আরও শক্ত করেছে। এখন কোনও কঠিন পরিস্থিতি এলেও আমি সহজে ভেঙে পড়ি না।

প্রশ্ন ৯ — তরুণ স্পিনারদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — আজকাল অনেক তরুণ ক্রিকেটার খুব দ্রুত সাফল্য পেতে চায়। কিন্তু স্পিন বোলিং এমন একটা শিল্প, যেটা সময় নিয়ে তৈরি হয়। শুধু ইউটিউব ভিডিও দেখে বা নেটে বল করলেই ভালো স্পিনার হওয়া যায় না। ম্যাচ খেলতে হবে, ব্যাটসম্যানকে বুঝতে হবে, পরিস্থিতি পড়তে হবে। আমি তরুণদের বলব, ধৈর্য রাখতে শেখো। এক-দু’টো খারাপ ম্যাচে হতাশ হয়ো না। নিজের বোলিংয়ের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ফিটনেসের দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এখনকার ক্রিকেটে শুধু স্কিল নয়, ফিটনেসও খুব বড় বিষয়। আর একটা কথা, সিনিয়রদের থেকে শেখার চেষ্টা করো। ড্রেসিংরুমে ছোট ছোট আলোচনা থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। ক্রিকেটে উন্নতির কোনও শেষ নেই। প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার মানসিকতা থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১০ — ভবিষ্যতে নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

প্রদীপ্ত প্রামাণিক — আমি এখনও নিজেকে শেখার পর্যায়েই মনে করি। অবশ্যই আরও বড় মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে খেলতে চাই। বাংলা ক্রিকেটের হয়ে আরও সাফল্য অর্জন করতে চাই। পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটারদের জন্যও কিছু করতে চাই ভবিষ্যতে। কারণ আমিও সিনিয়রদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে; পরিচিতি, অভিজ্ঞতা, সম্মান। তাই এই খেলাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আছে। কোচিং বা মেন্টরিং ভবিষ্যতে করতে পারি। তবে এই মুহূর্তে পুরো ফোকাস নিজের ক্রিকেটে। যতদিন খেলব, ততদিন শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ ক্রিকেটার হিসেবে সবচেয়ে বড় পরিচয় হল মাঠের পারফরম্যান্স। সেটা ধরে রাখাই আমার লক্ষ্য।

ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের জন্য সিএবি লিগ চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব! মুখোমুখি অধিনায়ক শুভম সরকার

বাংলার ক্লাব ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ে প্রথমবার সিএবি লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টাউন ক্লাব। দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা ক্লাব, সমর্থক থেকে ক্রিকেটার;সবাই। দলের এই ঐতিহাসিক যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক শুভম সরকার। মরশুম জুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, ড্রেসিংরুমের ঐক্য এবং কঠিন মুহূর্তে লড়াই করার মানসিকতাই টাউনকে এনে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি। ফাইনালে শক্তিশালী মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের দলের অন্দরমহলের নানা গল্প, সতীর্থদের মজার কাহিনি এবং সাফল্যের রহস্য নিয়ে খোলামেলা আড্ডায় ধরা দিলেন টাউন অধিনায়ক শুভম সরকার।

প্রশ্ন — প্রথমবার সিএবি লিগ জয়ের অনুভূতি কতটা বিশেষ?

শুভম সরকার — এই অনুভূতি ভাষায় বোঝানো খুব কঠিন। টাউন ক্লাব এত বছর ধরে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ট্রফিটা অধরা ছিল। তাই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দটা আলাদা। ট্রফি হাতে নেওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, আমরা শুধু একটা প্রতিযোগিতা জিতিনি, ইতিহাস গড়েছি। ড্রেসিংরুমে তখন আবেগের বিস্ফোরণ। ঐশিক প্যাটেল তো আনন্দে চিৎকার করতে করতে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। অঙ্কিত শুক্লা সবাইকে জড়িয়ে ধরছিল। আবার অংকুর পাল শান্তভাবে এক কোণে বসে মুহূর্তটা উপভোগ করছিল। আমাদের দলের প্রত্যেক ক্রিকেটার এই সাফল্যের পিছনে সমান অবদান রেখেছে। এই ট্রফি শুধু খেলোয়াড়দের নয়, ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক মানুষের।

প্রশ্ন — দলের সাফল্যের আসল রহস্য কী ছিল?

শুভম সরকার — আমাদের দলের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ঐক্য। এখানে কেউ নিজেকে বড় তারকা ভাবেনি। অভিলিন ঘোষ যদি গুরুত্বপূর্ণ রান করে, তাহলে পরের ম্যাচে দিপান্স সোহান দায়িত্ব নিয়েছে। আবার বোলিংয়ে মিথিলেশ দাস বা রাহুল প্রসাদ চাপের সময়ে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সবাই একে অপরকে সমর্থন করেছে। কেউ খারাপ খেললে তাকে একা ফেলে দেওয়া হয়নি। অনুশীলনের সময়ও আমরা খুব ইতিবাচক পরিবেশ রাখতাম। সুপ্রতিম দেবনাথ সবসময় সবাইকে উৎসাহ দিত। এই পারিবারিক পরিবেশটাই আমাদের আলাদা করেছে।

প্রশ্ন — মরশুমের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ কোনটা ছিল?

শুভম সরকার — একটা ম্যাচে আমরা প্রায় হেরে গিয়েছিলাম। প্রতিপক্ষের খুব কম রান দরকার ছিল, কিন্তু সেখান থেকে মিথিলেশ দাস আর সুজিত কুমার যাদব যেভাবে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়, সেটা অবিশ্বাস্য। আমি তখন বুঝেছিলাম, এই দল চাপ সামলাতে পারে। ওই ম্যাচ জেতার পর থেকেই আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ড্রেসিংরুমে তখন সবাই বলছিল, ‘আমরা এবার সত্যিই কিছু করতে পারি।’ ঐশিক প্যাটেল সেই ম্যাচের পর এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে রাত দুটো পর্যন্ত ঘুমোয়নি।

প্রশ্ন — ড্রেসিংরুমের সবচেয়ে মজার মানুষ কে?

শুভম সরকার — এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, অঙ্কুর পাল আর দিপান্স সোহান দু’জনেই ড্রেসিংরুমের প্রাণ। অঙ্কুর সবসময় এমন মজার কথা বলে যে সবাই হেসে গড়াগড়ি খায়। আর দিপান্সের নকল করার ক্ষমতা অসাধারণ। ও একদিন কোচের গলার আওয়াজ নকল করে পুরো দলকে হাসিয়ে দিয়েছিল। এমনকি কোচও শেষে হেসে ফেলেছিলেন। ম্যাচের আগে চাপ কমানোর জন্য এই ধরনের মানুষ খুব দরকার। কারণ ওরা পরিবেশ হালকা রাখে।

প্রশ্ন — দলের সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটার কে?

শুভম সরকার — আমার মতে রাহুল প্রসাদ এবং সুপ্রতিম দেবনাথ সবচেয়ে পরিশ্রমী। অনুশীলনে সবার আগে আসে, সবার শেষে যায়। অনেক সময় আমরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি, কিন্তু ওরা তখনও ফিটনেস করছে। রাহুল তো একদিন বৃষ্টির মধ্যেও একা দৌড়চ্ছিল। আমি গিয়ে বলেছিলাম, ‘আজ থাক।’ ও বলেছিল, ‘চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে বাড়তি পরিশ্রম করতেই হবে।’ এই মানসিকতাই দলকে এগিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন — সবচেয়ে অলস ক্রিকেটার কে?

শুভম সরকার — এই প্রশ্নের উত্তর দিলে হয়তো পরে আমাকে খাওয়াবে না! তবে মজা করে বলতেই পারি, অঙ্কিত শুক্লাকে সকালে ওঠানো খুব কঠিন। অনুশীলনের জন্য ওকে অন্তত তিনবার ফোন করতে হয়। একদিন তো সবাই মিলে ওর জুতো লুকিয়ে রেখেছিলাম। পরে আধঘণ্টা ধরে জুতো খুঁজেছে। কিন্তু মাঠে নামলে ও সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তখন সবচেয়ে বেশি এনার্জি ওর মধ্যেই দেখা যায়।

প্রশ্ন — কোচের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

শুভম সরকার — আমাদের কোচের অবদান অসাধারণ। উনি শুধু ক্রিকেট শেখাননি, মানসিকভাবেও দলকে তৈরি করেছেন। কেউ খারাপ খেললে কখনও অপমান করেননি। বরং পাশে দাঁড়িয়েছেন। অভিলিন ঘোষ একটা ম্যাচে খুব খারাপ খেলেছিল। ও খুব ভেঙে পড়েছিল। তখন কোচ ওকে আলাদা করে ডেকে প্রায় একঘণ্টা কথা বলেন। পরের ম্যাচেই অভিলিন দুর্দান্ত ইনিংস খেলে। এই বিশ্বাসটাই সবচেয়ে বড় শক্তি।

প্রশ্ন — সমর্থকদের নিয়ে কী বলবেন?

শুভম সরকার — আমাদের সমর্থকেরা অসাধারণ। গ্যালারিতে তাঁদের সমর্থন না পেলে হয়তো আমরা এতদূর আসতে পারতাম না। ফাইনালের দিন যখন সবাই ট্টাউন, টাউনদ বলে চিৎকার করছিল, তখন শরীরে কাঁটা দিচ্ছিল। সুজিত কুমার যাদব তো ম্যাচের পরে বলছিল, তএত আওয়াজে মনে হচ্ছিল আমরা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছি।দ এই সমর্থন আমাদের বাড়তি শক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন — ফাইনালে মোহনবাগানের মত দলকে হারানো কতটা কঠিন ছিল ?

শুভম সরকার — মোহনবাগানের মতো দলকে ফাইনালে হারানো সত্যিই খুব কঠিন ছিল। ওরা অভিজ্ঞতা, চাপ সামলানো এবং বড় ম্যাচ খেলার দিক থেকে অনেক এগিয়ে। ফাইনালের আগে আমরা জানতাম, সামান্য ভুল করলেই ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দলের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল আত্মবিশ্বাস এবং একতা। ঐশিক প্যাটেল শুরু থেকেই সবাইকে ইতিবাচক থাকতে বলছিল। আবার মিথিলেশ দাস এবং রাহুল প্রসাদ বোলিংয়ের সময় অসাধারণ পরিকল্পনা মেনে বল করেছে। ড্রেসিংরুমে আমরা একটাই কথা বলেছিলাম, তনাম নয়, মাঠে পারফরম্যান্সই ম্যাচ জেতাবে।দ ফাইনালে চাপ অবশ্যই ছিল, বিশেষ করে গ্যালারির পরিবেশ দেখে। কিন্তু অঙ্কুর পাল আর দিপান্স সোহান সবাইকে হালকা মেজাজে রাখে। শেষ মুহূর্তে যখন বুঝলাম ম্যাচ আমাদের দিকে চলে এসেছে, তখন মনে হচ্ছিল এতদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। মোহনবাগানকে হারিয়ে ট্রফি জেতার আনন্দ তাই আরও কয়েকগুণ বেশি।

প্রশ্ন — ভবিষ্যতে টাউন ক্লাবকে কোথায় দেখতে চান?

শুভম সরকার — আমি চাই এই সাফল্য যেন নিয়মিত হয়। টাউন ক্লাব শুধু একবারের চ্যাম্পিয়ন হয়ে না থেকে বাংলার অন্যতম সেরা দল হিসেবে পরিচিত হোক। ঐশিক, অঙ্কিত, অভিলিন, রাহুল;সবাই খুব প্রতিভাবান। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এদের মধ্যে অনেকেই আরও বড় জায়গায় খেলবে। এই ট্রফি আমাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু দায়িত্বও বাড়িয়েছে। এখন সবাই আমাদের হারাতে চাইবে। তাই আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য এখন শুধু ট্রফি জেতা নয়, একটা শক্তিশালী ক্রিকেট সংস্কৃতি তৈরি করা।